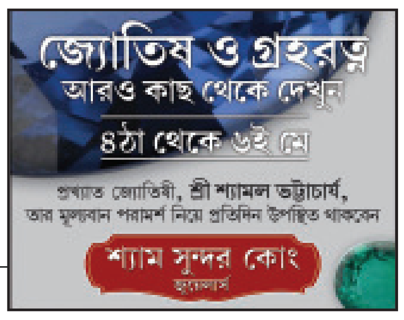

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 May, 2023 ■ আগরতলা ৬ মে, ২০২৩ ইং ■ ২২ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুদ্ধ জয়ন্তী

শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আগরতলায় বেনুবন বিহারে বিশেষ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধভিক্ষুরা। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায় জনজাতিদের সাংবিধানিক দাবি পূরণে মধ্যস্থতাকারী আসছেন ৮ই ঃ প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। ত্রিপুরায় জনজাতিদের সাংবিধানিক দাবি দাবি পূরণে মধ্যস্থতাকারী ৮ মে রাজ্যে আসবেন। আজ শুক্রবার ত্রিপুরায় ফিরে এমবিবি বিমানবন্দরে এমনটাই দাবি করেছেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

এদিন সমালোচকদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে দেববর্মন বলেন, যারা জনজাতিদের সাংবিধানিক দাবি পূরণের আন্দোলন নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন তারা সেদিন সব উত্তর পেয়ে যাবেন।

প্রসঙ্গত, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ত্রিপুরার বাইরে থাকা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন শুক্রবার সকালে আগরতলায় ফিরেছেন। এরপর তিনি ভারত সরকারের সাথে আলোচনার জন্য

একটি রোড ম্যাপ তৈরি করতে ত্রিপুরা বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রধানদের সাথে বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, আজ সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে কথা হয়েছে। কারণ ১০ মে পুনরায় বৈঠক হবে এবং ৮ মে মধ্যস্থতাকারী ত্রিপুরা সফর করবেন।

এদিকে, আজ তিনি মণিপুর সঙ্কটের প্রতিও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি মণিপুরে সহিংসতায় আটকে পড়া ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের বিমান ভাড়া বহন করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। মণিপুরে মেইতি এবং কুকি সম্প্রদায়কে সহিংসতা থেকে নিজেদেরকে সংযত রাখার আবেদন জানিয়েছেন প্রদ্যোত।

তাঁর দাবি, মণিপুরে উভয় সম্প্রদায়ে অনেক ভালো বন্ধু আছেন। এই দ্বন্দ্ব উভয় পক্ষের জন্য ফলপ্রসূ কিছুই বয়ে আনবে না তিনি মন্তব্য করেছেন।

তাঁর সাথ কথা, সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াব। কারণ তাঁরাই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যখন তাঁদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। বাড়িঘর, গীর্জা এবং মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া কোনও সমাধান নয়, আবেদন জানান তিনি।

দশরথ দেব স্টেডিয়ামে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর দুই কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। বাধারঘাট দশরথ দেব স্টেডিয়ামে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছে দুই কিশোর। ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ সহ বোম স্কোয়াড।বর্তমানে দুই কিশোর জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১২ টা নাগাদ খবর আসে স্থানীয় মানুষ বাধারঘাট দশরথ দেব স্টেডিয়ামের বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে আরক্ষাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তদন্ত করে জানতে পারেন বোমা বিস্ফোরণে দুই কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের বয়স আনুমানিক ১২ বছর হবে। স্থানীয়রা তাদেরকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। সাথে সাথে পুলিশ খবর পাঠিয়েছে বোম স্কোয়াডে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে শ্রমিকদের পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে।সেই ঘর থেকে আরেকটি বোমাকে উদ্ধার করেছে বোম স্কোয়াড। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

আহত কিশোরদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তারা স্টেডিয়ামে বল খুঁজতে গিয়েছিল। খেলার সামগ্রী ভেবে তারা বোমা স্পর্শ করতেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। তাতে দুই তারা গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে তারা দুজনেই জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে বুদ্ধ জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বুদ্ধ জয়ন্তী। এ উপলক্ষে আগরতলার বেনুবন বিহারে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এদিন বিশেষ পূজার্চনা ও ধর্মীয় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া রাজ্যের সর্বত্রই এদিন মধ্য মন্দির গলিতে বৌদ্ধ জয়ন্তী পালিত হয়েছে। ঊনকোটি জেলার পেচারতল বাজারে উদয়ন বুদ্ধ বিহারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে বেসামাল পরিস্থিতিতে বন্ধ করা হল রেল পরিষেবাও

ইম্ফল, ৫ মে (হি.স.)।। ভয়ঙ্কর অবস্থা মণিপুরে, বিক্ষোভ চরম আকার নিয়েছে। কার্ফু জারি করে, নেট পরিষেবা বন্ধ করেও রোখা যাচ্ছে না বিক্ষোভকারীদের। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি এমন আকার নেয় যে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দিতে হয়েছে মণিপুরের রাজ্যপালকে। সরকারি তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে যে জায়গায় হিংসা চরম আকার নেবে, বিক্ষোভকারীরা আইন ভাঙবে, সেখানে সরাসরি গুলি চালানো হোক।

রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতেই এই চরম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে। এরকম অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সমস্ত মণিপুরগামী ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সি পি আর ও সব্যসাচী দে জানান- 'পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ট্রেন মণিপুরে প্রবেশ করছে না। মণিপুর সরকার ট্রেন চলাচল বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়ার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ভারতীয় রেল শুক্রবার জানিয়েছে, বাতিল করা হয়েছে ৪টি ট্রেন। প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ৫ ও ৬ মে-র জন্য। এদিকে, সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিদ্যুৎ ছোঁবলে গুরুতর আহত নিগমের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। বিদ্যুৎ লাইনে সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা গ্রস্থ হয়েছে বিদ্যুৎ নিগমের এক হেলপার। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহির রাজ্যের স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম সুখেন দাস। তার বাড়ি বাগমা বিধানসভা এলাকায়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুরের রাজনগর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নেশা বিরোধী অভিযান

সর্ষের মধ্যে ভূতে সাফল্য আসেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজ্যজুড়ে নেশার বাড় বাড়ন্ত। তার সঙ্গে বাড়ছে, চুরি ছিনতাইও। খবরে চোখ রাখলে দেখা যায় প্রতিদিন ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনা। নেশা শক্তদের ভিড় শহর এবং শহরতলীতে। রাজ্যজোরে প্রতিদিন উদ্ধার হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী। পুলিশ আটক করছে নেশা কারবারীদের।

তাহলে প্রশ্ন উঠছে এত নেশা সামগ্রী আটক করা সত্ত্বেও কিভাবে রাজ্যের আনাচে কানাচে নেশার জাল ছড়িয়ে রেখেছে নেশা কারবারিরা? ইতিমধ্যেই রাজ্যে আরক্ষা প্রশাসনের ব্যাপক রদবদল হয়েছে। সদরের এস ডিপিও অজয় দাস কে সরিয়ে নতুন এস ডিপিও হিমাদ্রি দাশগুপ্ত কে আনা হয়েছে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার হয়েছেন কিরণ কুমার কে।

এছাড়াও থানাগুলির ওসি সাব ইন্সপেক্টর ছাড়াও উচ্চ পদে আসীন পুলিশ আধিকারিকদের বদল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ডঃ মানিক সাহা দায়িত্বভার গ্রহণের পর পুলিশের এই রদবদল। তাঁর লক্ষ্য দুর্নীতি মুক্ত এবং স্বচ্ছ প্রশাসন রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়া। শুধু তাই নয় জিরো টলারেন্স ভায়োলেন্স চাইছেন তিনি। এর আগে বিজেপি সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্ব নেওয়ার পরে ঘোষণা দিয়েছিলেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার। এই বিষয়টিও প্রাধান্যে রেখেছেন বর্তমান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গামছা দিয়ে ফাঁসিতে আত্মঘাতী রংমিস্ত্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। গলায় গামছা দিয়ে আত্মহত্যা করল রংমিস্ত্রি তপন চক্রবর্তী। ধারণা করা হচ্ছে তার এই আত্মহত্যার পেছনে প্রণয় ঘটিত কোন ব্যাপার থাকতে পারে। দিনে দিনে আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার জন্য সামাজিক মাধ্যম অনেকটা দায়ী।

বৃহস্পতিবার রাতে পশ্চিম পাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে বাড়ি থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে একটি স্লুইজ গেটের পাশে গাছে গামছা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ২৯ বছরের রংমিস্ত্রি তপন চক্রবর্তীকে। জানা যায় প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হত। কাজকর্ম শেষ করে রাত্রি এগারোটায় বাড়িতে ফিরত। বাড়িতে থাকাকালীন সবাই শুধু তাকে ফোনে কথাবার্তা বলতে দেখতো। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক, মণিপুরে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। অগ্নিগর্ভ মণিপুরের সার্বিক পরিস্থিতির উপর ক্রমাগত নজরদারি রাখছে ত্রিপুরা সরকার। মণিপুরে অবস্থানরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সকলেই সেখানে নিরাপদে আছেন, আজ আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। তাঁর কথায়, মণিপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবদের ক্রমাগত নজরদারি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব, পুলিশের ডিজি সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, মণিপুর হাই কোর্ট মেইতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর'-এর উদ্যোগে বুধকাল বিকেলে মণিপুরের উপজাতি সংগঠনগুলি 'সংহতি মিছিল'-এর আয়োজন করেছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা মণিপুরের বুংমুয়ালে বন বিভাগের বিট অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কয়েক জায়গায় টায়ার পোড়ানোর মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংগঠিত করেছে। কেবল তা-ই নয়, বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগও করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অ্যাকশনে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। তখন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বিক্ষোভকারীরা। তাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মণিপুর সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেখা মাত্র গুলির আদেশ জারি করেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী গতকাল মণিপুরের রিমস ও অন্যান্য কলেজে পাঠরত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২০১ ▫ ৬ মে ২০২৩ইং ▫ ২২ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জাতিগত জনগণনায় স্থগিতাদেশ

আদমশুমারি বা জনগণনা যে কোন দেশের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনগণনার মধ্য দিয়েই দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানও এই জনগণনার মধ্য দিয়েই জানা যায়। জনগণনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি নির্দেশিকা ও পদ্ধতি সরকার নির্ধারণ করিয়া দেয়। ইহাই জনগণনার প্রকৃত রীতি নীতি। স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষে জাত পাতের ভিত্তিতে জনগণনা এখনো শুরু করিবার অনুমতি মিলেনি। জাত পাতের ভিত্তিতে যাতে কোন ধরনের বিভাজন তৈরি না হয় সেই জন্যই জাত পাতের ভিত্তিতে জনগণনার বিষয়ে সম্মতি মিলেনি।

জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা এখনই নয়। নীতীশ কুমারের স্বপ্নের কর্মসূচিতে স্থগিতাদেশ দিয়ে দিল পাটনা হাই কোর্ট। আগামী ৩ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত জাতিগত জনগণনার কাজ এগোনো যাইবে না বলিয়া জানাইয়াছে আদালত।২০১১ সালের পর ২০২১ সালেই দেশের জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারীর জেরে সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে গিয়েছে। এবারের জনগণনার ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি বাদে অন্য কোনও ক্ষেত্রে জাতপাতের উল্লেখ না রাখিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে কেন্দ্র সরকার। এমনকী ওবিসি-দের ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা জাতির উল্লেখ রাখা হইবে না। শুধু ওবিসি বলিয়াই উল্লেখ করা হইবে। অনেকে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইলেও শুরু থেকে এর তীব্র বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন নীতীশ কুমার। তাঁহার দাবি ছিল, এই সেনসাসে প্রতিটি জাতির আলাদা আলাদা উল্লেখ রাখিতে হইবে। তাহাতে সরকারি প্রকল্প সব জাতির কাছে সঠিক অনুপাতে পৌঁছিয়া দেওয়া যাইবে।কিন্তু কেন্দ্র নীতীশের সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় নীতীশ নিজের রাজ্যে আলাদা করিয়া জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দেন। গত জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হইয়াছে। এই জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে ১৫ এপ্রিল। শেষ হওয়ার কথা ১৫ মে। তার আগেই বিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ চাহিয়া আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাঁহাদের আবেদনের ভিত্তিতেই গোটা জাতিগত জনগণনার প্রক্রিয়ায় সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়া দিল পাটনা হাই কোর্ট।এভাবে জাতিগত সেনসাস আটকাইয়া যাওয়ায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিরোধীদের কাঠগড়ায় তুলিয়া তিনি বলিয়াছেন, বুঝিতেই পারিতেছি না, সমস্যাটা কোথায়। শেষবার জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা হইয়াছিল ১৯৩১ সালে। বর্তমানে একটা আন্দাজ থাকা প্রয়োজন, কারণ এই সেনসাসে প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি, উপজাতিদের সংখ্যা জানা প্রয়োজন।” দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়াই আদালত জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা করার অনুমতি দেয় নাই বলিয়া মনে করা হইতেছে। অবশ্য বিষয়টি এখনো আলোচনা পর্যালোচনার স্তরেই রহিয়াছে।

ডিভিশন বেঞ্চেও খারিজ তৃণমূল প্রার্থী আলোরানির মামলা

কলকাতা, ৫ মে (হি. স.) : কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চের পর ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেলেন বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আলোরানি সরকার। তাঁর দায়ের করা নির্বাচন সংক্রান্ত আবেদন খারিজ করে দিল বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের কাছে ২০০4 ভোটে পরাজিত হন আলোরানি। এই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা করেন তিনি। গত বছর ২২ মে তাঁর মামলাটি খারিজ করে দেন বিচারপতি বিবেক চৌধুরী।

একক বেঞ্চে শুনানির সময় আদালতকে জানানো হয়, আলোরানি বাংলাদেশের ভোটার। ভারতের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে তাঁর। হাই কোর্টে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন বিজেপি বিধায়ক স্বপনের আইনজীবী অরিন্দম পাল। বিচারপতি বিবেক চৌধুরীর এজলাসে মামলাটি ওঠার পর অরিন্দমবাবু জানান, বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে আলোরানির। এ বিষয়ে আদালতে তথ্যপ্রমাণও দেন তিনি।

মামলাকারী আলোরানি সেই তথ্যের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি। এর পরেই বিচারপতি জানান, ভারতের সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনও জায়গা নেই। ফলে মামলাকারী নিজেকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দাবি করতে পারেন না। তিনি দেশের নির্বাচনেও অংশ নিতে পারেন না। আদালত এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে আলোরানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

আলোরানিকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লেখাও হয়। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আলোরানি। এবার ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেলেন আলোরানি সরকার। বিচারপতি চৌধুরীর ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান তৃণমূল প্রার্থী। এ বার তাতেও ধাক্কা খেলেন তৃণমূল নেত্রী।

বুদ্ধপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা-সহ গোটা দেশ

কলকাতা, ৫ মে (হি. স.) : সূর্য্য ডোবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাতের আকাশে এক অন্য অবতারে দেখা যাবে চাঁদকে। বুদ্ধপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের সাক্ষী হতে চলেছে গোটা দেশ। শুক্রবার রাতে দেখা যাবে চাঁদের উপচ্ছায়া গ্রহণ।

ভারতের অন্যান্য শহরের মতো কলকাতাতেও দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ। কলকাতায় রাত ৮টা ৪৪ মিনিট থেকে দেখা যাবে গ্রহণ। চলবে রাত ১টা ১ মিনিট পর্যন্ত।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে দেখা যাবে গ্রহণ। চাঁদের এই গ্রহণ ভাল ভাবে দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে পারেন। শুক্রবার রাত ৮টা ৪৪ মিনিটে শুরু হবে চন্দ্রগ্রহণ। শেষ হবে ৬ মে রাত ১টা ১ মিনিটে। রাত ১০টা ৫২ মিনিটে সবচেয়ে ভাল ভাবে গ্রহণ দেখা যাবে।

কলকাতার পাশাপাশি দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, ভোপাল, চণ্ডীগড়, পটনাতেও গ্রহণ দেখা যাবে। দিল্লিতে গ্রহণ শুরু হবে রাত ৮টা ৪৪ মিনিটে। শেষ হবে রাত ১টা ১ মিনিটে। মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, ভোপাল, চণ্ডীগড়, পটনাতেও একই সময়ে গ্রহণ দেখা যাবে।

চাঁদের এই উপচ্ছায়া গ্রহণ কী? পৃথিবীর ছায়ার বাইরের অংশ দিয়ে পার করবে চাঁদ। ফলে চাঁদের ঔজ্জ্বল্য কিছুটা কমে যাবে। তবে চাঁদকে দেখা যাবে। ভারতের পাশাপাশি এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য এবং পূর্ব আফ্রিকা, আন্টার্কটিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে শুক্রবার গ্রহণ দেখা যাবে।

পরমাণু বোমা নয়, মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হবে যন্ত্রের বুদ্ধি ! সতর্ক করেছিলেন খোদ হকিং

বিশ্বদীপ দে

অনুষ্ঠানটা ছিল নিছকই একটা কমেডি ধাঁচের লেট নাইট শো। কেউ ভাবতেও পারেননি এমন অনুষ্ঠানে এক ভয়ংকর আশঙ্কার কালো ছায়া এভাবে ফুটে উঠবে! অনুষ্ঠানের সেদিনের অতিথিকে নানারকম প্রশ্ন করছিলেন উপস্থাপক অলিভার। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রসঙ্গ উঠলে সেই অতিথি জানিয়ে দেন নিজের আশঙ্কার কথা। বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণেই নাকি বিলুপ্তি ঘটতে পারে মানব সভ্যতার! তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে সকলেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কেননা কথাটি কোনও রাম- শ্যাম- যদু কিংবা টম- ডিক- হ্যারির নয়, এই বক্তব্য স্বয়ং স্টিফেন হকিং-এর কিংবদন্তি বিজ্ঞানী আর নেই। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমেই বাড়তে থাকা এআই-এর দাপটের মধ্যে যেন বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে তাঁর সতর্কবার্তা।

ওই একবারই নয়। ‘লাস্ট উইক টুনাইট’ নামের সেই অনুষ্ঠান কয়েক মাসের মধ্যেই বিবিসির সঙ্গে কথোপকথনের সময়ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছিলেন হকিং। দাবি করেন, “আপনারা যদি বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করতে থাকেন, একদিন তা আমাদের অস্তিত্বের জনই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।” হকিংয়ের সাফ কথা ছিল, কোনওদিন এমন এআই প্রোগ্রাম যদি বানিয়ে ফেলা যায়, যার চৈতন্য মানুষের চৈতন্যের সমকক্ষ, তাহলে অচিরেই তা মানুষকেও ছাপিয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কেননা যন্ত্রেরা যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তারা সহজেই অনেক কিছু শিখে যেতে থাকবে, এবং তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের আরও উন্নত করে ফেলবে। তাদের বিবর্তন হবে খুব দ্রুত। তুলনায় মানুষের বিবর্তন যেহেতু অনেক ধীরগতিতে হয়, তাই তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না।

এটা ২০১৪ সালের ঘটনা। পরের বছর, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসেই হকিং-সহ সারা বিশ্বের খ্যাতিমান এআই বিশেষজ্ঞরা একটি খোলা চিঠি লেখেন। হকিং ছাড়া বাকিদের মধ্যে সবথেকে পরিচিত মুখ ছিল এলন মাস্কের। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে সমাজ নিঃসন্দেহে বিরাট লাভবান হতে পারে। কিন্তু তবুও একে নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। খুঁটিয়ে দেখতে হবে এর ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। সেই সময় ‘ফিউচার অফ লাইফ ইনস্টিটিউট’ নামের যে সংস্থা সভ্যতার ক্ষেত্রে যা ঝুঁকিপূর্ণ তাকে প্রশমিত করা নিয়ে কাজ করে সেই সংস্থার বোর্ডে ছিলেন হকিং-মাস্করা।

এরপর কেটে গিয়েছে আটটি বছর। রোবট আর ছেলেছোকরার মন ভোলানো ‘কলের পুতুল’ নেই। বরং তারাই মানুষকে পুতুল বানিয়ে ফেলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে, এমন আশঙ্কা যেন আরও ঘনীভূত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি এই বিষয়ের এক শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ফের সেই কথাই বলেছেন। তিনি এআইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন পৃথিবীর বুকে গ্রহাণু আছড়ে পড়ার মতো বিপদের সঙ্গে! ম্যাক্স টেগমার্ক নামের ওই ব্যক্তি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক। তাঁর কথায় হকিংয়েরই বলে যাওয়া কথার অবিকল প্রতিফলন।

১৯৫০ সালে বিশ্ববন্দিত গবেষক অ্যালান টুরিং লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্র ‘কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স’। সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কম্পিউটার কি সত্যি চিন্তা করতে পারে? বলা বাহুল্য তখন কম্পিউটার বিজ্ঞানের একেবারে আদিম অবস্থা। প্রথম আধুনিক কম্পিউটার এনিয়াক তৈরি হয়েছে মাত্র বছর পাঁচেক আগে। সেই সময়েই এমন অমোঘ এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন এই দূরদর্শী মানুষটি। এই প্রশ্ন এবং তার উত্তর খোঁজা থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিখ্যাত টুরিং টেস্ট। যেখানে একজন লোক একটি কম্পিউটার ও একজন মানুষকে একইধরনের কিছু প্রশ্ন করে কে মানুষ আর কে কম্পিউটার তা বুঝতে চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় কম্পিউটার যদি তার দেওয়া উত্তরের মাধ্যমে নিজেকে মানুষ হিসেবে সনাক্ত করাতে পারে, তাহলেই সেই কম্পিউটারের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রয়েছে প্রমাণিত হয়। আজও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আলোচনায় টুরিং টেস্ট এক অপরিহার্য নাম। সেই শুরু। তারপর থেকেই বিজ্ঞানীরা অবিরত চেষ্টা করে চলেছেন যন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে। কয়েক দশকের গবেষণার শেষে রীতিমতো চমকপ্রদ সব উন্নতি হয়েছে গবেষণার। আর সেই উন্নতির রোশনাইয়ের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে প্রশ্নটা। তাহলে কি মানুষ নিজেই ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে দানব তৈরি করে ফেলছে, যে দানব একদিন টুঁটি টিপে ধরবে সভ্যতারই? ‘বুদ্ধিমান’ হয়ে পড়লে যন্ত্রও নিজের স্বার্থরক্ষার কথাই আগে ভাববে টেগমার্ক সাহেব সেই দিকেই আঙুল তুলছেন। তিনি জানিয়েছেন, কী করে এআইকে নিরাপদ অভিমুখে চালনা করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দারুণ সব পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এআই সম্পর্কিত বিপদ কতটা ভয়াবহ হতে পারে, সেই আন্দাজ থাকা সত্ত্বেও এই বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের জায়গাগুলো দিব্যি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি রীতিমতো হিসেব কষে বলছেন, এরই মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেই গতিবিধি বুঝিয়ে দিচ্ছে এর হাতে সভ্যতার ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অন্তত ১০ শতাংশ। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আশঙ্কাকে নিয়ে রীতিমতো রসিকতা করা হচ্ছে। ফলে বিপদ বাড়ছে। প্রশ্ন উঠছে, জল যখন নাকের উপরে উঠবে তখন কি আমরা বুঝতে পারব?

শেষ পর্যন্ত কী হবে তা সময়ই বলবে। তবে হকিংয়ের মতো মানুষ যখন সাবধান করে গিয়েছেন, তখন সেটাকে অগ্রাহ্য করে থাকাটা যে সচেতনতার বিষয় হবে না তা হলফ করেই বলা যায়। বহু গবেষকই কিন্তু সাবধান করে চলেছেন।

গত শতাব্দীর চারের দশকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাই-ফাই লেখক আইজ্যাক আসিমভ তাঁর ‘রান অ্যারাউন্ড’ গল্পে উল্লেখ করেছিলেন রোবোটিকসের তিনটি সূত্রের। সেই তিনটি ‘ল’ আসলে সুকৌশলে যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। কেননা ‘বুদ্ধিমান’ হয়ে পড়লে যন্ত্রও তো নিজের স্বার্থরক্ষার কথাই আগে ভাববে। এবং সেক্ষত্রে তার নিজের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে যদি মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তাতে তাদের কিছু যাবে আসবে না। ভাবলে অবাক লাগে আসিমভ অতদিন আগেও কী নিপুণভাবে ভবিষ্যতের ‘থ্রেট’কে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন!

এআই সংক্রান্ত সমস্ত আশঙ্কা ভুল প্রতিপন্ন হবে, দাবি আশাবাদীদের তবে এখনই অতটা ভয় পেতে রাজি নন সকলে। অনেকেরই মনে পড়ছে উনবিংশ শতকের আট ও নয়ের দশক জুড়ে থমাস এডিসন ও নিকোলা টেসলার বৈদ্যুতিক লড়াই’-এর কথা। আসলে লড়াইটা ছিল ডিসি বনাম এসির মধ্যে। এডিসনের আশঙ্কা ছিল, এসির বড় বিপদ লুকিয়ে রয়েছে হাই ভোল্টেজের মধ্যে। কিন্তু তাঁর আশঙ্কাকে আমল দিতে নারাজ ছিলেন টেসলা। তিনি নিজের মতো গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন সদর্থক মনোভাব নিয়ে। শেষ পর্যন্ত এসি অর্থাৎ অল্টারনেটিং কারেন্ট সভ্যতার অগ্রগতিতে কেমন যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছিল তা নিয়ে কোনও মন্তব্যের কি আর প্রয়োজন আছে? সেই ভাবেই এআই সংক্রান্ত সমস্ত আশঙ্কাও একদিন ভুল প্রতিপন্ন হবে, এমনটাই দাবি আশাবাদীদের। তাঁদের মতে, যন্ত্র মানুষের থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠলে তারা আমাদের জন্য খুলে দিতে পারে অসীম সম্ভাবনার দরজা। শেষ পর্যন্ত কী হবে তা সময়ই বলবে। তবে হকিংয়ের মতো মানুষ যখন সাবধান করে গিয়েছেন, তখন সেটাকে অগ্রাহ্য করে থাকাটা যে সচেতনতার বিষয় হবে না তা হলফ করেই বলা যায়। বহু গবেষকই কিন্তু সাবধান করে চলেছেন।

জীবনের সূচনা, রাজনীতির অভিমুখে

শামসুজ্জামান খান

গত সংখ্যার পর।। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন, ‘আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম। আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন, ‘‘লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে।’’ লেখাপড়ায় আমার একটু আগ্রহও তখন হয়েছে... স্কুলেও আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম।...আমাদের হেডমাস্টার তখন ছিলেন বাবু বসন্তরঞ্জন সেনগুপ্ত। আমাকে তিনি প্রাইভেট পড়াতেন।’

এর কিছু আগে আরেকজন বিজ্ঞান শিক্ষক ও ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামী সমাজসেবক তাঁকে প্রাইভেট পড়াতেন। তাঁদের বাড়িতেই থাকতেন তিনি। তাঁর নাম ছিল কাজী আবদুল হামিদ। এই দুই শিক্ষকের প্রভাবও তাঁর ওপর পড়েছিল।

গ্নরাজনীতিতে নিমগ্ন এই তরুণ নেতা খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা এবং সামাজিক ও দুস্থ মানবতার সেবামূলক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিবকে খেলাধুলায় বিশেষ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ভলিবল ও হকি খেলতেন, তবে ফুটবলে ছিল তাঁর প্রচুর আসক্তি। এ খেলায় বেশ পারদর্শিতা ও সাংগঠনিক উদ্দীপনা ছিল তাঁর। রাজনীতিতে নিমগ্ন এই তরুণ নেতা খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা এবং সামাজিক ও দুস্থ মানবতার সেবামূলক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিবকে খেলাধুলায় বিশেষ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ভলিবল ও হকি খেলতেন, তবে ফুটবলে ছিল তাঁর প্রচুর আসক্তি। এ খেলায় বেশ পারদর্শিতা ও সাংগঠনিক উদ্দীপনা ছিল তাঁর। শেখ মুজিব ও তাঁর পিতার দলের ফুটবল খেলার তীব্র প্রতিযোগিতা গোপালগঞ্জ শহরে তখন বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালেও ফুটবল খেলায় তাঁর আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তবে রাজনীতিই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান এবং সার্বক্ষণিক চিন্তাচেতনার বিষয় হয়ে ওঠে।

তিন

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করে শেখ মুজিব ওই বছরই কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। সেই সুবাদে বেকার হোস্টেলে আবাসিক ছাত্র হবার সুযোগ মেলে। অল্প দিনেই তিনি কলেজে ও হোস্টেলে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উল্লেখ্য যে রাজনীতি তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তাচেতনার বিষয় হলেও রাজনীতির শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণে যে সংস্কৃতির সংযোগ অপরিহার্য, এ বিষয়টিও তিনি মাথায় রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৪০ সালে তিনি স্বাধীনতাপূর্ব নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা সম্মেলনে শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিজগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা হুমায়ুন কবির এবং অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ। নজরুল এবং হুমায়ুন কবির সম্মেলনে যোগ দেন। মুসলিম লীগের বিরোধিতায় ইব্রাহীম খাঁ আসেননি। সেই ছাত্র সম্মেলনে নজরুল তাঁর উদ্দীপনাময় গানে ছাত্রদের করে তোলেন প্রবলভাবে আলোড়িত।

বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবনেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন ঘটান, আজীবন তা রক্ষা করেছেন। ফলে যৌবনকালে কবি জসীমউদ্দীন, শিল্পী জয়নুল আবেদিন এবং সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখ তুখোড় বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিল্পী হয়ে ওঠেন তাঁর বন্ধু; তেমনি পরবর্তীকালে ড় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখ মনীষী স্থান লাভ করেন তাঁর শ্রদ্ধেয়জনের আসন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপদেশক। শুধু নাগরিক সুধী-বুদ্ধিজীবীই নন, গ্রামীণ ও লোকশিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর সখ্য ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ উষ্ণতায় অনন্য। আব্বাসউদ্দীন, আবদুল লতিফ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, শাহ আবদুল করিম, মহিন শাহর সঙ্গে তাঁর সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল হার্দিক।

চার

১৯৪২ সালে মুসলিম লীগের প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এ সম্মেলনে এসেছিলেন। তরুণ ছাত্রনেতা ও দক্ষ সংগঠক শেখ মুজিব ফরিদপুর থেকে বিরাট দল নিয়ে যোগ দেন এই সম্মেলনে। ১৯৪৩ সালে বাংলায় নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাংলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশে তখন কলকাতা শহরে বেশ কিছু লঙ্গরখানা খোলা হয়। মুজিব ওই বছরই প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। পার্টির নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে তিনি বাঙালি জীবনের এই ভয়াবহ দুর্দিনে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে রাত---দিন রিলিফের কাজ করেন।

শেখ মুজিবের উদ্যোগে গোপালগঞ্জে ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ বাংলা পাকিস্তান কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। এর কিছু পরেই কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ সম্মেলনেও তাঁর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতায় উজ্জ্বল। তরুণ বয়সে মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ডে তাঁর এই উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণের মূলে ছিল এই ধারণা যে ১৯৪০ সালের মূল লাহোর প্রস্তাবের মর্মানুযায়ী দুটো (স্টেটস) পাকিস্তান হবে; একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান (স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র); এবং পশ্চিম পাকিস্তানপাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। লাহোর প্রস্তাবের প্রস্তাবক শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক সেই মর্মেই প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন। কিন্তু জিন্নাহ শঠতা ও কূটকৌশল করে অবাস্তব ও ভৌগোলিকভাবে অসম্ভব এক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্টেটস শব্দের ‘এস’কে কেরানির ভুল বলে বোম্বে কনফারেন্সে বাদ দিয়ে স্টেট পাস করিয়ে নেন। এ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী, বিশেষ করে আবুল হাশিমের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা হয় না।

১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংগঠনটি তখন দুই ধারায় বিভক্ত ছিল, একটি প্রগতিশীল ধারাতার নেতৃত্বে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম; আর রক্ষণশীল ধারায় ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবার তথা খাজা নাজিমুদ্দীন, ইস্পাহানিরা, মওলানা আকরম খাঁ ও দৈনিক আজাদ পত্রিকা। আবুল হাশিম বাংলার নবাব-নাইট- জমিদার ও রক্ষণশীল রাজনীতিকদের কবজা থেকে মুক্ত করে মুসলিম লীগের মাধ্যমে এক নবযুগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব এই প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাশিম সাহেব ১৯৪৫ সালে আধুনিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী তরুণদের মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি সম্পর্কে গভীরতর ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করার লক্ষে লীগ অফিসে একটি স্টাডি সার্কেল গঠন করেন। এই স্টাডি সার্কেলে পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাখ্যায় তাঁর মৌলবোধ ও প্রত্যয় যুক্তিতর্কসহ ব্যক্ত করেন এই ভাষায়, ‘পাকিস্তান হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য এবং দুই ভাই যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সুখে বাস করতে পারে, তারই জন্য। শুধু হিন্দুদের গালাগাল করলে পাকিস্তান আসবে না।...মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। গ্রাম থেকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।...জমিদারদের পকেট থেকে প্রতিষ্ঠানকে বের করতে হবে।’

সচিবালয়ের ১ নম্বর গেটে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ মুজিব (অ চিহ্নিত)। ১১ মার্চ, ১৯৪৮ বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছেন: ‘তিনি আমাদের কিছুসংখ্যক কর্মীকে বেছে নিয়েছিলেন। তাদের নিয়ে রাতে আলোচনা সভা করতেন মুসলিম লীগ অফিসে। হাশিম সাহেব আমাদের বললেন, একটা লাইব্রেরি করতে হবে ও তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে।’

আবুল হাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ অফিস যেমন প্রগতিশীল মুসলিম রাজনীতির মূল কেন্দ্র ছিল, তেমনি ইসলামিয়া কলেজ ছিল তরুণ ছাত্রদের রাজনীতিচর্চা কেন্দ্র। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ইসলামিয়া কলেজের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা এবং ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইসলামিয়া কলেজর স্নাতকও বটে। সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম সাহেবদের পক্ষে কোনো পত্রপত্রিকার জোরালো সমর্থন ছিল না। এই সমস্যা দূর করার জন্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অর্থানুকূল্যে ছাপাখানা স্থাপন করে মিল্লাত নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করা হলো। হাশিম সাহেব হলেন সম্পাদক। কাজি মুহম্মদ ইদরিস প্রমুখ সাংবাদিককে যুক্ত করা হলো পত্রিকায়। এই পত্রিকাটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য হিন্দু-মুসলমান দুইয়েরই প্রশংসা পায়। শেখ মুজিবসহ তরুণেরা এ পত্রিকা রাস্তায় রাস্তায় হকার হিসেবে বিক্রি করতেন।

পাঁচ

শেখ সাহেবের মানস-গঠন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে এই সব বিষয়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। মাদারীপুরে স্বদেশী আন্দোলনকারী এবং তাঁদের নেতা অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাসের মুক্তিতে নজরুলের কবিতা ‘পূর্ণ-অভিনন্দন’ এবং তাতে ‘জয়বাংলার’ উল্লেখ ও নেতাজি সুভাষ বসুর দলের সঙ্গে সংযোগ, ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ওই বিদেশি শাসকদের বৈরিতার ইতিহাস শোনার প্রতিক্রিয়াজনিত সংক্ষোভ, বাল্যকালে বাড়িতে রাখা বিখ্যাত দৈনিক, মাসিক পত্রিকা পাঠ, কবি নজরুল, হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সম্পর্ক, আবুল হাশেমের প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও তাঁর সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক মানস গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৩৯-৪৩ তাঁর জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে মনোজগতে মাদারীপুরের যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার ছাপ নিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন, সেখানে একই সঙ্গে তিনটি কিছুটা পরস্পরবিরোধী ধারাকেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবন গঠনে সমন্বিত করতে সক্ষম হন। এই ধারাগুলো ছিল: এক. সোহরাওয়ার্দীর আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক ধারা; এর সঙ্গে শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী, কিরণশঙ্কর রায় এবং আবুল হাশিমের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক যুক্ত বাংলা আন্দোলনের ধারা; দুই. নেতাজি সুভাষ বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতির প্রতি গভীর আকর্ষণ; এবং তিন. রাজনীতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নজরুল, আবুল হাশিম ও হুমায়ুন কবিরের প্রভাব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দেশজুড়ে উদযাপিত বুদ্ধ পূর্ণিমা

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেশ ও বিদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র এই দিনটি নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধের দুই হাজার ৫৮৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আয়োজিত হয়েছে বিশেষ পূজা পাঠ, গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারও এই দিনে বুদ্ধগয়ায় ভিড় করেছেন ভক্তরা। বলা হয়, বৈশাখী পূর্ণিমার এই পুণ্য তিথিতেই বোধি বৃক্ষের নীচে গৌতম বুদ্ধ মোক্ষলাভ করেছিলেন এবং এই দিনেই মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন তিনি। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে হরিদ্বারের গঙ্গায় এদিন সকালে পুণ্যস্নান সারেন বহু মানুষ।

ভূমিকম্পে কাঁপল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। শুক্রবার সকালে ৬টা নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে এলাকা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূপৃ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। বাংলাদেশের একাধিক জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনার খবর এখনও মেলেনি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ভোর ৫ টা ৫৭ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ঢাকার দোহা উপজেলায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। মাত্র ২৯ সেকেন্ড স্থায়িত্ব ছিল ভূমিকম্পের।

অন্যদিকে, ইউরোপীয়ান-মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে, ৪.৩ মাত্রা নয়, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.২। ঢাকা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ভূমিকম্পের জেরে আজিমপুর, নারায়ণগঞ্জ সহ একাধিক জেলায় কম্পন অনুভূত হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। ভয়ে অনেকে বাড়ি থেকেও বেরিয়ে আসেন। তবে ভূমিকম্পে খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। ভূমিকম্পে হতাহতের কোনও খবর নেই।

কুস্তিগীরদের সমস্ত দাবি পূরণ হয়েছে, ধর্না শেষ করার আবেদন: অনুরাগ ঠাকুর

লখনউ, ৫ মে (হি.স.) : কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর দিল্লির যন্তর মন্তরে কুস্তিগীরদের ধর্না তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর খেলো ইন্ডিয়া সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পরে শুক্রবার লখনউতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমরা কুস্তিগীরদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়েছি। দিল্লি পুলিশ সুষ্ঠু তদন্ত করছে। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই কুস্তিগীরদের ধর্না শেষ করা উচিত। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, দিল্লি পুলিশ একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ও এসেছে। পুরো বিষয়টিতে আইন তার কাজ করছে। তাই যন্তর মন্তরে কুস্তিগীরদের ধর্না-বিক্ষোভ করা বন্ধ করা উচিত। অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেন, মোদী সরকার সবসময়ই খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিদদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভারত সব ক্ষেত্রেই খেলাধুলায় ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করছে। আমরা ব্যাডমিন্টন থেকে শুরু করে অন্যান্য খেলায় পারফর্ম করেছি। খেলাধুলায় বাজেট বাড়ানো হয়েছে। ৯৬৪ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৩৩৯৩ কোটি করা হয়েছে। ১১ জন খেলোয়াড়ের পেছনে খরচ হয়েছে আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, খেলোয়াড়দের দাবির বিষয়ে আমি বলব যে তাদের দাবি ছিল সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে, তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের দাবি ছিল, দিল্লি পুলিশও তাই করছে। দোষীর বিরুদ্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা নেবে দিল্লি পুলিশ।

ওড়িশায় দুর্ঘটনায় মৃত বাঙালি দুই শ্রমিক

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : ওড়িশার জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই পোল্ট্রি শ্রমিকের। চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে। জানা গিয়েছে, বসিরহাট ও বাদুড়িয়া থানা এলাকার শ্রমিক তাঁরা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার সংগ্রামপুর শিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবাটি গ্রামের বাসিন্দা বছর ৪০-এর সাইফুল গাজী, বাদুড়িয়া থানার পুরো গ্রামের বছর ২৫-এর আশরাফ সর্দার সহ বসিরহাট ও বাদুড়িয়া থেকে মোট ছয় জন শ্রমিক রওনা দেয়। বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ কোম্পানির চার চাকার গাড়ি নিয়ে রওনা দেয় তাঁরা। শুক্রবার ভোরে বাংলা ও ওড়িশার জাতীয় সড়কে বালেশ্বর জেলার সড় থানা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শ্রমিক বোঝাই ওই গাড়িটি সজোরে একটি ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারে। তাতে মারাত্মকভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায় চার চাকার গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। বাকি চারজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব হয়েছেন মৃত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারের লোকেরা। তাঁদের বক্তব্য, শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে।

পঞ্জাবের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চরণজিৎ যোগ দিলেন বিজেপিতে, স্বাগত জানালেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চরণজিৎ সিং আটওয়াল। শুক্রবার সকালে দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন চরণজিৎ সিং আটওয়াল। গেরুয়া শিবিরে চরণজিৎ সিং আটওয়ালকে স্বাগত জানিয়েছেন নাড্ডা।

২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন চরণজিৎ এবং দু'বার পঞ্জাব বিধানসভার স্পিকার ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সন্তোখ সিং চৌধুরীর বিরুদ্ধে জলন্ধর কেন্দ্র থেকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে অসফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। চরণজিৎ, যিনি একসময় পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ

বোলপুর, ৫ মে (হি. স.) : ফের বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। "শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের" সম্পত্তি জবরদখল করে নেওয়ার অভিযোগ দায়ের করল বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক সহ প্রাক্তনকর্মী ও বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির লোকজন।

প্রসঙ্গত, অমর্ত্য সেনকে উচ্ছেদের হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধতায় পথে নেমেছেন বহু মানুষ। তারপ্রেক্ষিতে আশ্রম এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত ও উপাচার্যের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কায় বোলপুর মহকুমা শাসক ও শান্তিনিকেতন থানায় পৃথক চিঠি দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে অশান্তির পথে নিয়ে যেতে পারেন উপাচার্য, এই মর্মেই এদিন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৩ দশক জমি দখল করে রেখেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগ নিয়ে সরব শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে আশ্রমিক, সমাজকর্মী, নাট্যকর্মী, অর্থনীতিবিদ সহ বিজ্ঞজনেরা। "ভারততত্ত্ব" অমর্ত্য সেনকে উচ্ছেদের হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে পথে নামছেন এক এক করে বিভিন্ন সংগঠন। ইতিমধ্যেই যদিও, কলকাতা হাইকোর্ট জমি খালি করার বিশ্বভারতীর নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর ভূমিকা নিয়ে সরব হতেই বোলপুর মহকুমা শাসক ও শান্তিনিকেতন থানায় দুটি পৃথক চিঠি দেওয়া হয়। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব মানবেন্দ্রনাথ সাহা বোলপুর মহকুমা শাসককে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'অমর্ত্য সেনের জমি সংক্রান্ত বিষয় বিচারাধীন। এমত অবস্থায় মিছিল, ধর্না, বিক্ষোভ, আন্দোলন হলে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে শান্তি বিঘ্নিত হবে। শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি হবে। তা রুখতে এগুলো বন্ধ করা হোক।'

শান্তিনিকেতন থানায় দেওয়া চিঠিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, 'একটি প্রতিবাদমূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। যাতে উপাচার্য ও বিশ্বভারতীর আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলা হচ্ছে। এর ফলে উপাচার্য সহ আধিকারিকদের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা থাকছে।'

এই দুই চিঠির প্রেক্ষিতে এদিন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হল। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, 'উপাচার্য ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে। উপাচার্যের উদ্দেশ্য ভাড়াটে গুন্ডা এনে অশান্তি সৃষ্টি করা। তাই এই ধরনের আগাম অভিযোগ তুলছেন। এছাড়া, উপাসনা গৃহ থেকে শুরু করে ছাতিমতলা শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পত্তি। এগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন সময় নানাটি বিতর্কিত উক্তি করেছেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী ট্রাস্টের সদস্যও হননি উপাচার্য।

"শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের" সম্পত্তি জবরদখলকারী উপাচার্য বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, কর্মীসভার প্রাক্তন সভাপতি গগন সরকার, বোলপুরের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী সমিতির অন্যতম সুনীল সিং, সুব্রত ভক্ত ও আমিনুল হুদা এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অর্থাৎ, এবার বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বিরুদ্ধে জবরদখলের অভিযোগ উঠল।

সন্ত্রাসবাদের কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না, এমনটাই বিশ্বাস করে ভারত : এস জয়শঙ্কর

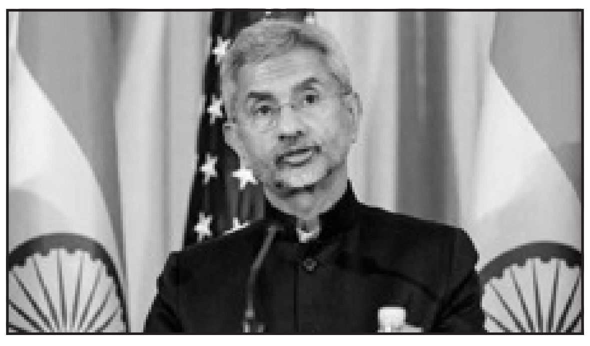

পানাজি, ৫ মে (হি.স.): সন্ত্রাসবাদের কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না, আর এমনটাই বিশ্বাস করে ভারত।

শুক্রবার গোয়ায় আয়োজিত এসসিও বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর।

তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সন্ত্রাসবাদের কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না এবং অবশ্যই আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস-সহ সন্ত্রাসের সমস্ত রূপ বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এসসিও-র মূল নির্দেশগুলির মধ্যে একটি।'

এসসিও বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার সকালে পাকিস্তান, রাশিয়া, কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান-সহ বিভিন্ন এসসিও সদস্য রাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রীদের স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর।

পরে বৈঠকে বক্তব্য রাখার সময় জয়শঙ্কর বলেছেন, 'এসসিও-র সংস্কার ও আধুনিকীকরণের বিষয়ে আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এজন্য আমি আনন্দিত। ইংরেজিকে এসসিও-র তৃতীয় সরকারি ভাষা করার জন্য ভারতের দীর্ঘদিনের দাবির জন্য আমি সদস্য রাষ্ট্রগুলির সমর্থনও চাইছি। ইংরেজিভাষী সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটি গভীর সম্পৃক্ততা সক্ষম করুন।'

কনভয়ের ধাক্কায় মৃত্যু, শুভেন্দুকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে তৃণমূল

পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ মে (হি. স.) : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ধাক্কায় পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের।

বৃহস্পতিবারের সেই ঘটনায় এবার শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস।

শুক্রবার চণ্ডীপুর এবং কাঁথিতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হলেন সোহম চক্রবর্তী, বীরবাহা হাঁসদারা।

ইতিমধ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে চণ্ডীপুর থানায়। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ধাক্কায় পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। বৃহস্পতিবারের সেই ঘটনায় এবার শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে চণ্ডীপুর থানায়।

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা-নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে চণ্ডীপুরের কাছে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় এক যুবককে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ ওঠে। মৃত্যু হয় তাঁর। সাইকেলে চেপে ওই যুবক রাস্তা পেরোনোর সময় পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা গাড়ি ধাক্কা মেরে চলে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত যুবকের নাম শেখ ইসরাফিল। তিনি চণ্ডীপুরের ভৈরবপুর এলাকার বাসিন্দা।

জুলাইয়ে প্যারিসে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ব্যাস্টিল ডে প্যারেডে

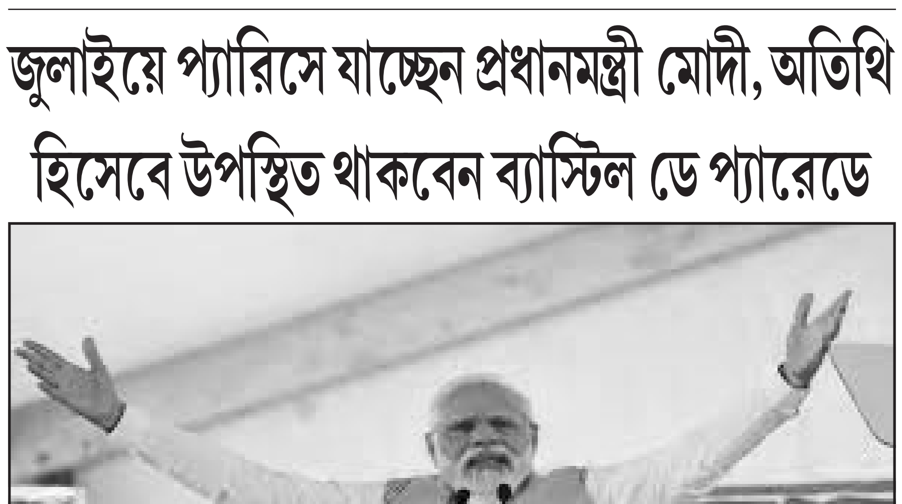

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.): ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫ তম পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্যারিসে যাচ্ছেন। এ বছরের ১৪ জুলাই সম্মানিত অতিথি হিসাবে ব্যাস্টিল ডে প্যারেডে যোগ দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫ তম পূর্তি, এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করতে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল ফরাসি প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্যারেডে অংশ নেবে। প্রধানমন্ত্রীর সফর ভারতের কৌশলগত, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, একাডেমিক, অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিস্তৃত পরিসর সহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য নতুন এবং উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করে ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় খুশি প্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে লাইনচ্যুত ট্রেন

ঢাকা, ৫ মে (হি. স.) বাংলাদেশে লাইনচ্যুত মালবাহী ট্রেন। শুক্রবার দেশটির সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় একটি মালবাহী ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও খুলনার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। তবেই কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বিষয়টি ঢাকা পোস্টকে নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ রেলওয়ের উর্ধতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পথ) মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ।

তিনি বলেন, উল্লাপাড়া স্টেশন এলাকায় ওই মালবাহী ট্রেনটি সান্টিং (ঘুরানো) করা হচ্ছিল। এ সময় হঠাৎ ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে এ ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঘটনার পর থেকে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও খুলনার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে রেলের উর্ধতন কর্মকর্তারা আসছেন। তারপর ট্রেনটি দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

মোদীকে হটাতে মমতার সব বিরোধী দলকে আবার একজোট হওয়ার বার্তা

মুর্শিদাবাদ, ৪ মে (হি. স.) : ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করতে আবার বিরোধী জোট গড়ার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জের সভায় বিজেপিকে আক্রমণ করার সময়ই বিরোধী ঐক্য গড়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সব বিরোধী দল এক হয়ে যান। ওয়ান টু ওয়ান ফাইট হোক। চেষ্টা করব একসঙ্গে কাজ করার।"

জাতীয় স্তরে সব বিজেপি বিরোধী দলের জোট চেয়ে অতীতেও সরব হতে দেখা গিয়েছিল মমতাকে। তবে তার পর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। যার জেরে বিরোধী ঐক্যের ছবি অধরাই থেকে গিয়েছে। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপির বিজয়রথ ঠেকাতে দেশের সব বিজেপি বিরোধী দলকে এক সুতোয় বাঁধার আহ্বান জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

মোদী বাহিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অতীতে বহু বার বিরোধী জোট গড়তে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে মমতাকে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় তৃতীয় বার ক্ষমতাদখলের পর থেকে নতুন করে বিজেপি বিরোধী ঐক্যে শান দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। সেই সময় কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও বৈঠক করেছিলেন মমতা। তবে সেই উদ্যোগ সফল হয়নি।

এর পর যত সময় এগিয়েছে, কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে দূরত্ব তত বৃদ্ধি পেয়েছে। গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রকাশ্যে এসে পড়েছিল দু'পক্ষের লড়াই। কিছু দিন আগে মেঘালয়ে গিয়ে তৃণমূলের 'ইতিহাস' তুলে ধরে খোঁচা দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। ফলে সংঘাতের সুর আরও চড়া হয়। বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস ব্যর্থ। তৃণমূলই বিজেপির একমাত্র বিকল্প বলে প্রচার করছে জোড়াফুল শিবির। তার জেরেই বিজেপি বিরোধী জোট ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। এর পর গত ২ মার্চ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের পর 'ক্ষুব্ধ' মমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তৃণমূল আর মানুষের জোট হবে। একাই লড়বে তাঁর দল। ওই সময়েই কংগ্রেসকে ছাড়া তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছিল জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ৩২২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০ - ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, লিখিতপরীক্ষা ৬ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা। এককথায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে ৩২২ জন নিয়োগ করবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং এসএসবি এই ৫ কেন্দ্রীয় বাহিনীতে। নিয়োগ হবে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট) -২০২৩ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থিবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই পরীক্ষা হবে ৬ আগস্ট। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায়। এভাবে সব ক'টি রাজ্যের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

নিয়োগ হবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ৮৬টি। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ৯১টি। সেন্ট্রাল রিজার্ভপুলিশ ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ৫৫টি। আইটিবিপি-তে ৬০টি। এস এস বি বা সীমা সুরক্ষা বল: মোট শূন্যপদ ৩০টি। কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এনসিসি-র 'বি' অথবা 'সি' সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। যাঁরা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৩ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতিপ্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ ও ৮১ সেমি, ওজন কমপক্ষে ৫০ কেজি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি, ওজন কমপক্ষে ৪৬ কেজি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে চশমা-সহ ভালো চোখে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/১২ অথবা দু'চোখেই ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে জে-১ ও খারাপ চোখে জে-২ মানের। রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা চাই। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না। এক কথায় প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল হতে হবে। আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ১৬ মে'র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৬ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডপদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৯/২০২৩ - সিপিএফ, তারিখ ২৬.০৪.২০২১। প্রার্থিবাছাই হবে ৩টি ধাপে। প্রথম ধাপে ৪৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রথমপত্রে থাকবে ২৫০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপের মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক জেনারেল এবিলিটি এবং ইন্টেলিজেন্স বিষয়ের প্রশ্ন সময় পাবেন ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয়পত্রে থাকবে ২০০ নম্বরের জেনারেল স্টাডিস, এসে ও কম্প্রিহেশন বিষয়ের প্রশ্ন। সময় পাবেন ৩ ঘণ্টা। দ্বিতীয় ধাপে হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এতে থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, সর্বাধিক ৩টি সুযোগে ৩.৫ মিটার লং জাম্প এবং ৭.২৬ কেজি ওজনের শটপাট ৪.৫ মিটার দূরত্বে ছুড়তে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, সর্বাধিক ৩টি সুযোগে ৩ মিটার লং জাম্প। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তৃতীয় ধাপে থাকবে ১৫০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট।

বহিঃরাজ্যে হাসপাতালে ১১৫৬ নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বহিঃরাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে স্টাফ নার্স, ক্লার্ক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। প্রার্থিবাছাই করবেন ওই হাসপাতালের অধিকর্তার তত্বাবধানে গঠিত নির্দিষ্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট অথবা ইন্টারভিউর মাধ্যমে। গুজরাট রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যের তফশিলি প্রভৃতি, সংখ্যালঘু প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন অর্থাৎ এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০৫-০৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটি/ ওবিসি প্রার্থীরা সাধারণতঃ যেমন বয়সের ছাড় পেয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে তারা তা পাবেন না, আবেদন করতে হবে সাধারণ প্রার্থী হিসেবে। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এককথায়, বহিঃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে স্টাফ নার্স, ক্লার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১১৫৬টি হলেও ক্যাটেগরি ভিত্তিক এর নির্দিষ্ট বিভাজন রয়েছে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ ও বিন্যাস বোর্ডের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। শূন্যপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ — ক্রমিক নং-১ঃ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি পদ, ক্রমিক নং-২ঃ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ২টি পদ, ক্রমিক নং-৩ঃ অফিস সুপার ৫টি পদ, ক্রমিক নং-৪ঃ সিনিয়র ক্লার্ক ৯টি পদ, ক্রমিক নং-৫ঃ জুনিয়র ক্লার্ক ৬৯টি পদ, ক্রমিক নং-৬ঃ পার্সোনাল সেক্রেটারি ১টি পদ, ক্রমিক নং-৭ঃ হেড ক্লার্ক ৩টি পদ, ক্রমিক নং-৮ঃ চীফ একাউন্ট অফিসার ১টি পদ, ক্রমিক নং-৯ঃ একাউন্ট্যান্ট ১১টি পদ, ক্রমিক নং-১০ঃ স্টোর অফিসার ১টি পদ, ক্রমিক নং-১১ঃ স্টোর কীপার ৫টি পদ, ক্রমিক নং-১২ঃ নার্সিং সুপার (ক্লাস-টু) ৩টি পদ, ক্রমিক নং-১৩ঃ ডেপুটি নার্সিং সুপার (ক্লাস-টু) ৪টি পদ, ক্রমিক নং-১৪ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সিং সুপার ২৮টি পদ, ক্রমিক নং-১৫ঃ সিনিয়র ফার্মাসিস্ট ৩টি পদ, ক্রমিক নং-১৬ঃ জুনিয়র ফার্মাসিস্ট ২২টি পদ, ক্রমিক নং-১৭ঃ স্টাফ নার্স ৬৫০টি পদ, ক্রমিক নং-১৮ঃ ল্যাবরেটরি টেকনেশিয়ান ৩১টি পদ, ক্রমিক নং-১৯ঃ ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ৯৩টি পদ, ক্রমিক নং-২০ঃ কিডনি টেকনেশিয়ান ৫০টি পদ, ক্রমিক নং-২১ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনেশিয়ান ৬০টি পদ, ক্রমিক নং-২২ঃ এক্স-রে টেকনেশিয়ান ৫টি পদ, ক্রমিক নং-২৩ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্স-রে টেকনেশিয়ান ২৫টি পদ, ক্রমিক নং-২৪ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইসিজি টেকনেশিয়ান ৪টি পদ, ক্রমিক নং-২৫ঃ অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ৩২টি পদ, ক্রমিক নং-২৬ঃ স্টেটিস্টিশিয়ান ৪টি পদ, ক্রমিক নং-২৭ঃ ফটোগ্রাফার ৩টি পদ, ক্রমিক নং-২৮ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ৬টি পদ, ক্রমিক নং-২৯ঃ হেলথ্ এডুকেটর ১৮টি পদ, ক্রমিক নং-৩০ঃ ডায়েটিশিয়ান ৫টি পদ, ক্রমিক নং-৩১ঃ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ২টি পদ।

প্রতি ক্ষেত্রেই যোগ্যতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন, অভিজ্ঞতা, নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। সবক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের উর্ধ্বসীমা ধরা হবে ০৫-০৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে। বয়স হতে হবে ৫-৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ভিন্ন পদের জন্য ভিন্নতর। গুজরাটের তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ছাড় পেলেও অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে এই ছাড় পাবেন না।

প্রার্থিবাছাই হবে স্কুল বোর্ড ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত নম্বর এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে। ইন্টারভিউর পদ্ধতি, দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এঁদের ওয়েবসাইটেও সমস্ত কিছু আপলোড করা হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। তবে বহিঃরাজ্যের কোথায় পরীক্ষা কেন্দ্র তাও কললেটারে জানানো হবে।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর ধরণ, বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৬ মে-র মধ্যে । অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ১৬ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ইয়ং ফেলো (গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমএস পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও, এডিএমও (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১২৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হোম গার্ড (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নামঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে,
র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডিফেন্স)**
শূন্যপদ ঃ ২১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার, এস.এস.সি (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোরকীপার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **রেজিস্ট্রার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইআইটি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২, ৪০ ও ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নামঃ **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর (এনআইটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, পিএইচডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৫২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএমপাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
লিখিত পরীক্ষা ৬ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, ক্লার্ক (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর (এইমস)**
শূন্যপদ ঃ ১২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

পরীক্ষা ছাড়াই কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টর সমূহে চাকরির উদ্দেশ্যে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

ইঞ্জিনিয়ারিং পদে বিশেষ করে কর্পোরেট সেক্টরে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ডিপ্লোমা ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। নির্দিষ্ট কর্পোরেট সেক্টরে এখন ডিপ্লোমা ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ৫৫০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোটকথা, কর্পোরেট সেক্টরে ডিপ্লোমা ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৭-০৫-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩২ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এম.এস.ডব্লিও.আই.এল/ এপিপি/ আরইসি/ ২০২৩-২৪, তারিখ ২ মে, ২০২৩। ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং ১ঃ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এপ্রেন্টিস পদ ২৫০টি, ক্রমিক নং ২ঃ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এপ্রেন্টিস পদ ১৫০টি, ক্রমিক নং ৩ঃ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এপ্রেন্টিস পদ ৬০টি, ক্রমিক নং ৪ঃ প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এপ্রেন্টিস পদ ৭০টি, ক্রমিক নং ৫ঃ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এপ্রেন্টিস পদ ২০টি। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন রয়েছে। যোগ্যতা ও বয়স সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৭ মে-র মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল ই-পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে (এক্ষেত্রে ১০,৬০০ টাকা থেকে ১২,৫০০ টাকা পর্যন্ত) স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন করার কৌশল পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* বহিঃরাজ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে **ইয়ং ফেলো** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমএস পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকে **এম.ও, এডিএমও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১২৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।

* বহিঃরাজ্যে **হোম গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে, র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিফেন্সে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **অফিসার, এস.এস.সি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোরকীপার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আইআইটি-তে **রেজিস্ট্রার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২, ৪০ ও ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের এনআইটি-তে **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, পিএইচডি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে **মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএমপাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, লিখিত পরীক্ষা ৬ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা।

* বহিঃরাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে **স্টাফ নার্স, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

কংগ্রেস সমাজ, দেশকে ধ্বংস করছে; সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছে : নরেন্দ্র মোদী

বাল্লারি, ৫ মে (হি.স.): কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের একবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার কর্ণাটকের বাল্লারিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মোদী বলেছেন, কংগ্রেস সমাজ, দেশকে ধ্বংস করছে; সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছে। তিনি বলেছেন, কর্ণাটকের জনগণের পাশাপাশি গোটা দেশকে কংগ্রেস থেকে সাবধান থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নির্বাচনে জেতার জন্য কংগ্রেস অর্থের ভিত্তিতে মিথ্যা আখ্যান তৈরি করে। বিগত বেশ কিছু নির্বাচনে এ ধরনের মিথ্যা আখ্যান তৈরি করে, ভুয়া সমীক্ষা করে নিজেদের বড়াই করেছে। এখানে কর্ণাটকেও একই কাজ করেছে কংগ্রেস।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, কর্ণাটককে দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কর্ণাটকের জন্য সন্ত্রাসমুক্ত থাকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিজেপি বরাবরই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর। কিন্তু যখনই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কংগ্রেসের পেটে ব্যথা শুরু হয়। মোদী আরও বলেছেন, দেশের দুর্ভাগ্য দেখুন কংগ্রেসকে সন্ত্রাসবাদী প্রবণতার সঙ্গে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে যা সমাজকে ধ্বংস করছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস এমনকী সন্ত্রাসবাদী প্রবণতার সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে রাজনৈতিক দর কষাকষিও করছে।

বাহরাইচে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন হত, জখম দশ

বাহরাইচ, ৫ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে তিলক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে এক অটোর উপর একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ জেলার কায়সারগঞ্জ কোতোয়ালি এলাকায়। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আহতদের চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন।

শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার হুজুরপুর থানার অন্তর্গত পুরানি গ্রামের বাসিন্দার বিয়ে কায়সারগঞ্জ কোতোয়ালি এলাকার রুকনাপুর গ্রামে তিলক অনুষ্ঠান সেরে রাতে সবাই ফিরে যাচ্ছিল। রাত একটা নাগাদ সমস্ত অটো আরোহীরা লখনউ-বাহরাইচ সড়কের কায়সারগঞ্জ কোতোয়ালির মাদানি হাসপাতালের সামনে পৌঁছলে ডাম্পারটি প্রবল বেগে অটোকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছে ১০ জন। পুলিশ আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাহরাইচে সড়ক দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ভ্যান-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৬

কোচবিহার, ৫ মে (হি.স.) : পিকআপ ভ্যান ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন চালক সহ ৬ জন । শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে । দুর্ঘটনার জেরে রাস্তার পাশে উলটে যায় ইট বোঝাই লরিটি। লরিটির সামনের দিকের অংশ দুমড়ে যায়। অন্যদিকে পিকআপ ভ্যানটি রাস্তার পাশে ছিটকে যায় । পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকাল ৬টা নাগাদ খাগড়াবাড়ি মোড় থেকে নিউ কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল পিকআপ ভ্যানটি। খাগড়াবাড়ি মোড়ের কাছে ভ্যানটি ঘোরাতে গেলে নিউ কোচবিহার থেকে খাগড়াবাড়ির দিকে আসা ইট বোঝাই লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে । লরিটি ইট সমেত উলটে যায় রাস্তার পাশে। দ্রুত গতির কারণে দুর্ঘটনা কিনা তদন্ত করছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ।

১০ মে রাজস্থান সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৫ মে (হি.স.) : আগামী ১০ মে রাজস্থান সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে ১২ মে সফরে যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। এটা আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। সিরোহি জেলা প্রশাসনও প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সিপি জোশীও প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থান সফরের সূচি নিশ্চিত করেছেন। সর্বশেষ সূচি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মোদী ১০ মে সকাল ১১ টায় নাথদ্বারার শ্রীনাথজি মন্দিরে যাবেন। এরপর মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠান শেষে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে নাথদ্বারায় বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর তারা দুপুর ২টায় আবুরোদের শান্তিবনে পৌঁছাবেন। এখানে তিনি ব্রহ্মা কুমারীতে প্রকাশমণি পার্কের উদ্বোধন এবং একটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। বেলা সোয়া তিনটার দিকে জনসভাস্থলে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির জেলা সভাপতি নারায়ণ পুরোহিত জানিয়েছেন, মানপুর বিমানঘাঁটিতে জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সফরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণে সম্মত বাংলাদেশ ও ভারত

মনির হোসেন ঢাকা ৫ মে: বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে সঞ্চালন লাইন নির্মাণে সম্মত হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় কোম্পানির জিএমআর-এর নির্মাণাধীন নেপালের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তির বিষয়ে সম্মত হয়েছে দুই দেশ। প্রসঙ্গত, নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আনতে ভারতীয় ভূখন্ড ব্যবহার করতে হবে। বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির ২১তম সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করে সম্মত হয় দুই দেশ। ওজোপাডিকোর খুলনা বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিদ্যুৎ সচিব মো. হাবিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির বিদ্যুৎ সচিব অলক কুমার। সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিদ্যুৎ রফতানিসহ বিআইএফপিসিএলের মাধ্যমে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের সম্ভাবনা এবং বিআইএফপিসিএল কর্তৃক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিষয়েও পর্যালোচনা করা হয়।

বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারত-বাংলাদেশ আন্তসংযোগ লিংকসহ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় জিএমআর কর্তৃক নেপালে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ থেকে ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি সই, ভুটানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশ, ভারত ও ভুটানের ত্রিপাক্ষিক বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশে সেই বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া সভায় বাংলাদেশের বাগেরহাটের রামপালে বাস্তবায়নাধীন ১৩২০ (২*৬৬০) মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থারমাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ১ম ইউনিটের পরিচালন ও দ্বিতীয় ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিটের সিনক্রোনাইজ করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

সভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চ ক্ষমতার আন্তসংযোগ কাটিহার-পার্বতীপুর-বরানগর ৭৬৫ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন বাস্তবায়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়।

ক্রস বর্ডার ট্রেড ও প্রকল্পগুলোর যৌথ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশে জ্বালানি দক্ষতা প্রকল্পও আলোচনায় স্থান পায়। এর আগে বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ২১তম সভা ৩ মে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটি ও জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ২০তম সভা গত বছর মে মাসে ভারতের ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির পরবর্তী সভা আগামী নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

পঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ চরণজিৎ যোগ দিলেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৫ মে (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন পঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ চরণজিৎ সিং আটওয়াল। শুক্রবার সকালে দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন চরণজিৎ সিং আটওয়াল। গেরুয়া শিবিরে চরণজিৎ সিং আটওয়ালকে স্বাগত জানিয়েছেন নাড্ডা।

২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন চরণজিৎ এবং দু''বার পঞ্জাব বিধানসভার স্পিকার ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সন্তোখ সিং চৌধুরীর বিরুদ্ধে জলন্ধর কেন্দ্র থেকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে অসফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। চরণজিৎ, যিনি একসময় পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

শরদ পওয়ারকেই দলের প্রধান চাইছে এনসিপি

মুম্বই, ৫ মে (হি.স.) : শরদ পওয়ারকেই দলের প্রধান চাইছে এনসিপি। প্রবীণ এই নেতাকে দলের প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেছে এনসিপি-র কোর কমিটি। সম্প্রতি এনসিপি প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন পওয়ার। কিন্তু প্রবীণ এই নেতার এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

এই আবহে শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ে বৈঠকে বসে এনসিপি-র কোর কমিটি। সেখানেই দলের প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শরদ পওয়ারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এদিকে, এদিনও শরদ পওয়ার অনুগামীদের প্রবীণ নেতার সমর্থনে স্লোগান দিতে দেখা যায়। শরদকেই দলের প্রধান হিসেবে দেখতে চান সকলে।

ফের রক্তাক্ত সার্বিয়া

বেলগ্রেড, ৫ মে (হি.স.) : ফের রক্তাক্ত সার্বিয়ার মাটি। বৃহস্পতিবার রাজধানী বেলগ্রেডের ৬০ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রামে এক বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন আটজন। ঘটনার পরেই গা ঢাকা দিয়েছে আততায়ী। তাকে ধরতে বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। তল্লাশী অভিযানে হেলিকপ্টার, ড্রোনেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে চলতি সপ্তাহে সার্বিয়ায় দু'দুবার বন্দুকবাজের হামলা চলল। গত বুধবারই বেলগ্রেডের এক স্কুলে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের এলোপাতাড়ি গুলিতে আট খুদে পড়ুয়া সহ মোট নয়জন প্রাণ হারিয়েছিল। শুক্রবার সকালে 'বিবিসি' জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে দুবোনা গ্রামের একটি পার্কে এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বছর কুড়ির এক তরুণের কথা কাটাকাটি হয়। আর তার পরেই ওই তরুণ গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার পথে আচমকাই বন্দুক থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে।

পরপর গুলিতে এক পরিবারের ৬ জন হত, ভয়ঙ্কর ঘটনা মোরেনায়

মোরেনা(মধ্যপ্রদেশ), ৫ মে (হি.স.) : ২০১৪-র বদলা হল ২০২৩-এ। তিনের বদলা ৬ জন। ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী রইল মধ্যপ্রদেশের মোরেনার লেপা গ্রাম। শুক্রবার জমি বিবাদে একই পরিবারের ৬ জনকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে লেপা গ্রামে। নিহতদের মধ্যে তিন জনই মহিলা।

লেপা গ্রামের বাসিন্দা রাজেন্দ্র তোমারের সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ ছিল রাঁধে তোমারের। জানা গিয়েছে, রাঁধে তোমারের বাহিনী ২০১৪ সালে মহেন্দ্রর পরিবারের তিনজনকে খুন করে। তারপর পরিবারের বাকিদের নিয়ে লেপা ছেড়ে ভোপালে চলে যান মহেন্দ্র। বছরখানেক আগে ফের লেপায় ফিরে আসেন মহেন্দ্র। সেই সময় থেকেই জমি নিয়ে নতুন সংঘাত শুরু হয়।

অভিযোগ, ন'বছর আগের তিন খুনের বদলা নিতে গিয়ে এদিন হামলা চালিয়ে ৬ জনকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর রাজেন্দ্র তোমর পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। ছ'জনের দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ভিডিও ও ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাইফেলের মতো বন্দুক নিয়ে এসে হামলা চালানো হয়েছে। মুড়িমুড়কির মতো গুলিতে একের পর এক মানুষ লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। পুলিশ মহেন্দ্র তোমরের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

খুলে গেল কেদারনাথ রাস্তা, ফের শুরু হল যাত্রা

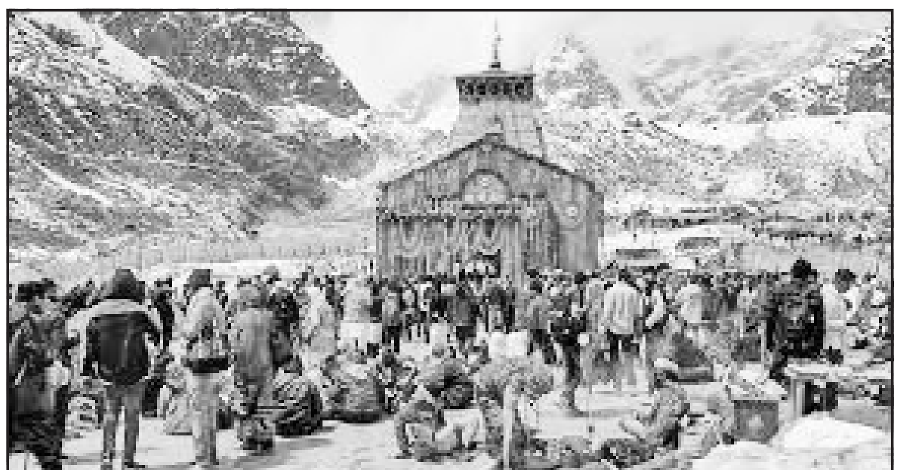

কেদারনাথ (রুদ্রপ্রয়াগ), ৫ মে (হি.স.) : চারধাম যাত্রার সময় ভক্তদের মসৃণ, সহজ এবং নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রস্তুত প্রশাসন। কেদারনাথ রুটে, লিঞ্চোলির আগে, ভৈরব হিমবাহ এবং কুবের হিমবাহে পাহাড় থেকে অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে বন্ধ রুটটি আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ফের শুরু হল কেদারনাথ যাত্রা।

বৃহস্পতিবার কেদারনাথ রুটে, লিঞ্চোলির আগে, ভক্তদের নিরাপদে ভৈরব হিমবাহ এবং কুবের হিমবাহ পার করানো হচ্ছিল। তখনই পাহাড় থেকে হিমবাহ ভেঙ্গে যাওয়ায় আবারও পথ বাধাগ্রস্ত হয়। এসডিআরএফ জওয়ানরা সম্মুখভাগে কাজ করছে, তারা বরফ কেটে সরিয়েছে। এরপর ভক্তদের নির্বিঘ্নে চলাচলের পথ খুলে দেওয়া হয়।

সমস্ত আগত তীর্থযাত্রীরা যাতে নিরাপদে পথ পাড়ি দিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে এখানে নিযুক্ত জওয়ানরা প্রস্তুত।

হিমবাহের আগমনে পথচারী পথের নিরাপত্তা বাধ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দড়ি দিয়ে বিকল্প বাধা তৈরি করেছে জওয়ানরা। জওয়ানরা ১০হাজারেরও বেশি তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে পথ পাড়ি দিতে সহযোগিতা করেন। রাতের আঁধারেও যাত্রীরা অবিরাম হেঁটে যাচ্ছেন।

মালদহ ও মুর্শিদাবাদকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে বাঁকুড়ার আম্রপালি

বাঁকুড়া, ৫ মে (হি.স.): স্বাদে ও গন্ধে জুড়ি মেলা ভার, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের আমকে পিছনে ফেলে সামনের সারিতে উঠে আসছে বাঁকুড়ায় উৎপাদিত আম 'আম্রপালি'। আম্রপালি আমের কদর বাঁকুড়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গে তো রয়েছেই, দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে প্রিয় এই আম। দেশের বাইরেও এই আমের কদর বাড়ছে, জাপানে আম্রপালি আম রফতানির বিষয়ে চুক্তিও হয়েছে।

গত প্রায় এক দশকে রাজ্যের আম মানচিত্রে উপরের দিকেই অবস্থান করছে বাঁকুড়া জেলা। পশ্চিমবঙ্গ, দেশ এমনকি বিদেশের বাজারেও স্বাদে গন্ধে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে বাঁকুড়া জেলার আম্রপালি আম। বাঁকুড়ায় ২০০৬ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভাবে আম্রপালি চাষ শুরু হয়। বর্তমানে জেলার প্রায় সাড়ে সাত হাজার হেক্টর জমিতে রয়েছে আমবাগান। জেলায় প্রতি বছর গড়ে উৎপাদন হয় প্রায় ৭৫ হাজার মেট্রিক টন আম। জেলার চাহিদা মিটিয়ে সেই আম পাড়ি দেয় দিল্লি-সহ অন্যান্য রাজ্যে। পাশাপাশি কাতার, কুয়েত, দুবাই-সহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকাতেও পৌঁছয় ওই আম।

এবার পৌঁছনোর কথা জাপানে। আম্রপালি আম বাঁকুড়ার মুখ উজ্জ্বল করেছে, আর তাতে ভীষণ খুশি বাঁকুড়া জেলা উদ্যান পালন দফতরের ফিল্ড অফিসার সঞ্জয় সেনগুপ্ত। চলতি বছরে জাপানেও আম্রপালি আম রফতানির বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। বলাবাহুল্য, আম্রপালি, হিমসাগর, চৌসা, মল্লিকা, ল্যাংড়া এখন রসনাপ্রিয় বাঙ্গালীর পছন্দের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে।

বঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা তছরুপের অভিযোগ, জেলাশাসককে অনুসন্ধানের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ মে (হি. স.) : কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা তছরুপের অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসককে বিস্তারিত অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, পঞ্চায়েত দফতরের সচিবের নজরদারিতে দু''মাসের মধ্যে অনুসন্ধান শেষ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পঞ্চায়েত সচিবকে রিপোর্ট পাঠাবেন জেলাশাসক। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতেও পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে আদালত। সবুজ ভুট্টাখেতে নাকি ১০০ দিনের কাজে পুকুর খনন করা হয়েছিল বলে দাবি। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ২-৩ বছরেই সেই পুকুর ভরাট হয়ে সেখানে গাছও গজিয়ে গেছে। উত্তর দিনাজপুরে জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। অভিযোগ ওঠে, পুকুর খনন দেখিয়ে প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। এই প্রেক্ষিতে, গত ১৯ মার্চ তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান জ্যোৎস্না রানি মণ্ডলকে ৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। জ্যোৎস্না রানি রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের স্ত্রী। সেই মামলায় শুক্রবার পঞ্চায়েত দফতরের সচিবের নজরদারিতে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর পঞ্চায়েত সচিবকে রিপোর্ট পাঠাবেন জেলাশাসক। ২ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে অনুসন্ধান।

ঘূর্ণিঝড়ের স্পষ্ট ধারণা মিলবে ৭ মে, সপ্তাহান্তেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): সপ্তাহান্তেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে ঘূর্ণাবর্ত, তবে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে ৭ মে, রবিবার। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর শনিবার (৬ মে) একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেটি নিম্নচাপ ও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর ৯ তারিখ মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, ৭ মে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণাবর্তের। সেই নিম্নচাপ ৮ মে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তার পরে ৯ মে শক্তি বাড়িয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে এটি। যদিও শেষ পর্যন্ত কোথায় সেই ঘূর্ণিঝড় (পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইয়েমেন যার নাম দিতে পারে 'মোকা') ভূখণ্ডে আছড়ে পড়বে তা জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শেষ পর্যন্ত কোথায় ল্যান্ডফল হবে বা তা কতটা শক্তিশালী হবে, তার দিকে নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর।

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব রবিবার থেকেই বোঝা যাবে আন্দামান এবং নিকোবরে। রবিবার থেকে সেখানে বৃষ্টি শুরু হতে পারে। সোমবার থেকে আন্দামান ও নিকোবরের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আন্দামান নিকোবরের মৎস্যজীবীদের ৭ থেকে ১১ মে সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। যাঁরা এখন সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের ৭ মে-র মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, এবার তাপমাত্রার পারদ ধীরে ধীরে চড়বে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। একধাক্কায় না বাড়লেও, ধীরে ধীরে চড়বে তাপমাত্রা। শুক্রবার অবশ্য স্বাভাবিকের নীচেই ছিল কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৬ মে থেকে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই দিনের তাপমাত্রা বাড়বে। একধাক্কায় নয়, ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা। আবহবিদরা আরও জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা হেরফের হবে না, তারপর থেকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে তাপমাত্রা। ৬ মে (শনিবার) থেকে ১০ মে পরের বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই।

জিবি বাজার এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে মেয়রের পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের ব্যস্ততম এলাকা গুলির মধ্যে একটি হল জিবি বাজার এলাকা। স্বাভাবিক ভাবেই জিবি বাজার এলাকায় প্রায় সময় যান জট সৃষ্টি হয়। জিবি বাজার এলাকাকে যান জট মুক্ত রাখতে শুক্রবার জিবি বাজার এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন পরিদর্শনে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের উত্তর জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত, স্থানীয় কাউন্সিলার সহ অন্যান্যরা। জিবি বাজার এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনের পর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর জিবি বাজার থেকে ৭৯ টিলা পর্যন্ত রাস্তাটি প্রসস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কাজও শুরু হয়। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় মানুষ জায়গা ছারেনি। তাই এইদিন রাস্তাটি সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন। যারা জায়গা ছারেনি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে আইটিআই রোডকেও যানজট মুক্ত রাখার জন্য বলা হয়েছে। মেয়র জানান জিবি বাজারকে অত্যাধুনিক বাজারে উন্নীত করা এবং জিবি বাজার থেকে ৭৯ টিলা যাওয়ার রাস্তাটি প্রশস্ত করার কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। বর্তমান সরকার এবং আগরতলা পুর নিগম জিবি বাজারকে অত্যাধুনিক বাজারে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি জিবি বাজার থেকে ৭৯ টিলা যাওয়ার রাস্তাটি ৬০ ফুট প্রশস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাস্তা প্রশস্ত করার উদ্যোগ আরো আগেই নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাস্তার দু''পাশে সরকারি জমি একাংশের লোকজন জবরদখল করে রেখেছে। সরকারি জায়গা জবরদখল মুক্ত করার জন্য একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সরকারি জায়গা জবরদখল মুক্ত করা হয়নি। সেজন্যই আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র সহ এলাকার কাউন্সিলর ও অন্যান্য কর্মকর্তারা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মেয়র দীপক মজুমদার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন শীঘ্রই সরকারি জবরদখলকৃত জায়গা দখলমুক্ত করা না হলে প্রশাসন সরকারি জায়গা জবরদখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।। এদিন মেয়র শেষবারের মতো জবরদখল কারীদের জায়গা জবরদখলমুক্ত করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন জিবি বাজার থেকে অত্যাধুনিক বাজারে উন্নীত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে২/১ বছরের মধ্যেই বাজারটি একটি অত্যাধুনিক বাজারে পরিণত হবে। এজন্য তিনি জিবি বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন।

রাজনীতিতে মত পার্থক্যের বাইরেও একটা জগৎ আছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আজ নবনির্মিত এমএলএ হোস্টেলের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন, উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা ও অন্যান্য বিধায়কগণ এই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক গৃহপূজনের পর নব নির্মিত এমএলএ হোস্টেলের কনফারেন্স হলে এক সভার আয়োজন করা হয়। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেনের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজনীতিতে মত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু এর বাইরেও একটা জগৎ আছে। নতুন এই বিধায়ক আবাসে সব দলের বিধায়করা এক সাথে থাকতে পারবেন। এটা নিঃসন্দেহে একটি নতুন সুযোগ। মুখ্যমন্ত্রী নতুন এই বিধায়ক আবাসটির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিধায়ক আবাসে থাকার ক্ষেত্রে একটি রুলস প্রণয়নের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। নতুন এই বিধায়ক আবাস নির্মাণের সাথে যুক্ত সকলকে তিনি অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ এমএলএ হোস্টেলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। পরিষদীয় মন্ত্রী জনগণের জন্য বিধায়কদের কাজের পরিধির কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের একসাথে থাকার বিষয়টি রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক বলে উল্লেখ করেন। বিধনসভার বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা তাঁর ভাষণে নতুন এই আবাসটির রক্ষনাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন, উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। নতুন এই বিধায়ক আবাসে লাইবেরী, রিডিংরুম, তিনটি মিটিং হল, মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা জিম, দুটি কমন ডাইনিং রুম ও কিচেন, লবি, রিশেপসন, অপেক্ষমান কক্ষ এবং পেপার রিডিং রুম ও ইনফরমেশন সেন্টার রয়েছে। তাছাড়াও এয়ারকণ্ডিশন, অগি নির্বাপক ব্যবস্থা, লিফট, অভ্যন্তরিন রাস্তা, ওয়াচ টাওয়ার ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা রয়েছে।

নিগমের কর্মী

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকায়। জানা যায় বিদ্যুৎ লাইনের সারাইয়ের কাজ করতে গেলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় ওই বিদ্যুৎ কর্মী এবং তার শরীর অগ্নিদগ্ধ হয়। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত বিদ্যুৎ কর্মী বিদ্যুৎ নিয়মের হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলনাথ জিবি হাসপাতালে ছুটে যান এবং আহত বিদ্যুৎ কর্মীর চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। মন্ত্রী জানান চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় রেফার করেছেন। তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যাবহার রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী। দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান মে এবং জুন মাসে ঝড় বৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই কারণে এই দুই মাসেও ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ কর্মীদের কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রতিটি বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনে একটি করে অতিরিক্ত গাড়ি ও এই সময়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

● **প্রথম পাতার পর**

খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসন থেকে মণিপুরের বিভিন্ন কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। মণিপুর সরকার থেকে রাজ্য প্রশাসনকে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এইচ পি শর্মা রিমসের অধ্যক্ষের সাথে গতকালই টেলিফোনে কথা বলেছেন। রিমসের অধ্যক্ষ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে জানিয়েছেন সেখানে পাঠরত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সুরক্ষিত ও নিরাপদে রয়েছেন।

এদিকে, গতকাল রাতেই হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল : ১১২, ১০৭০/০৩৮১-২৪১৬০৪৫/২৪১-৬২৪১ এবং ৮৭৮৭৬৭৬২১০(হোয়াটসআপ নম্বর)। এছাড়াও মনিপুরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীগণের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আজ মণিপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যসচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। মণিপুরের রিমস এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, বৈঠকে উপস্থিত ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক এবং সিআরপিএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মণিপুরে অবস্থানরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন প্রকার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথেও যোগাযোগ রাখার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এমনকি ত্রিপুরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মনিপুর সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরার প্রায় ১৫০ ছাত্রছাত্রী বর্তমানে মণিপুরে বিভিন্ন কলেজে অধ্যায়ণ করছেন। তাঁদের সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক চিকিৎসক সেখানে ফ্যাকাল্টি পদে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এদিন তিনি কোন ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আজ টেলিফোনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন। এদিকে, মণিপুরের ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী মোট ২৫৮ জন সকলেই নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পি কে চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, মণিপুর হাই কোর্ট মেইতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর'-এর উদ্যোগে বুধকাল বিকেলে মণিপুরের উপজাতি সংগঠনগুলি 'সংহতি মিছিল'-এর আয়োজন করেছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা মণিপুরের বুংমুয়ালে বন বিভাগের বিট অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কয়েক জায়গায় টায়ার পোড়ানোর মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংগঠিত করেছে। কেবল তা-ই নয়, বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগও করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অ্যাকশনে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। তখন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বিক্ষোভকারীরা। তাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মণিপুর সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেখা মাত্র গুলির আদেশ জারি করেছে।ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আজ সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় জানিয়েছেন, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং-র সাথে টেলিফোনে সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন।এদিকে, আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পি কে চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী মোট ২৫৮ জন মণিপুরে নিরাপদে আছেন। তাঁর দাবি, রিমস-এ অধ্যায়ণরত ১৫০ জন, পিজি কোর্সে পাঠরত ৪০ জন, কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ৪৮ জন এবং মণিপুর রিজিউনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তে পাঠরত ২০ জন ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছেন।সাথে তিনি যোগ করেন, মণিপুরের পরিস্থিতির উপর ক্রমাগত নজর রাখা হচ্ছে। আজ মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত মণিপুর থেকে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। কারণ, সেখানের পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণে আসছে।

গামছা

● **প্রথম পাতার পর**

ধারণা করা হচ্ছে তার এই আত্মহত্যার পেছনে প্রণয় ঘটিত কোন ব্যাপার থাকতে পারে। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর তপন চক্রবর্তীর শবদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কান চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ অতিথির তালিকায় বিরাট ঘরনি

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): কান চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে প্রতি বছরই উন্মাদনা তুঙ্গে বলিউড সেলেবদের। দীপিকা, প্রিয়াঙ্কা ও আলিয়া ভাটের নাম যুক্ত হয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ অতিথির তালিকায়। এবার সেই তালকায় নাম বিরাট ঘরনি অনুষ্কা শর্মার।চলতি বছরের কান ফিল্ম চলচ্চিত্র উৎসবের তরফ থেকে এবার বিশেষ আমন্ত্রণ পেলেন বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা। এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমায় নারীদের সম্মানিত করা হবে আর সেই সম্মান প্রদান করবেন অনুষ্কা শর্মা। তবে তিনি একা নন, সঙ্গে থাকবেন হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কেট উইনস্লেট।সম্প্রতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত অনুষ্কা ও আগামী ১৭ মে থেকে শুরু হবে এবারের কান চলচ্চিত্র নিয়ে।এর আগে বলিউড থেকে কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, দীপিকা পাড়ুকোন, বিদ্যা বালন।

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রা

ঢাকা, ৫ মে (হি. স.) : শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশের খাগড়াছড়িতে সার্বজনীন মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শুক্রবার সকালে জেলা সদরের পানখাইয়াপাড়া বটতলা থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহর পদক্ষিণ করে দশবল বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে শেষ হয়। এতে হাজারো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা অংশ নেন।এর আগে বেলুন উড়িয়ে শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন- সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য বাসন্তী চাকমা, জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. নাইমুল হক, উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সন্তোষিত চাকমা বকুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া। এদিনে ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত মহামানব গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

কার্ল মার্কসের জন্মদিন পালন করল সিপিএম

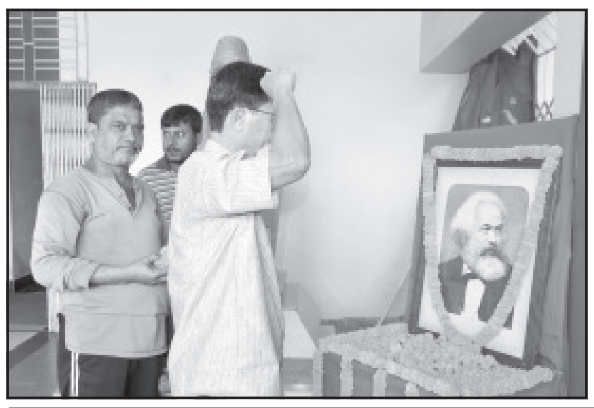

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। শুক্রবার সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে মহান দার্শনিক কাল মার্কসের ২০৬ তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়। কাল মার্কসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম দলের পরিষদীয় দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তারপর কার্ল মার্কসের বিস্তারিত আলোচনা করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

দুর্গাপুরে নিখোঁজ মহিলার কঙ্কাল উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ৫ মে (হি. স.) ফের নরকঙ্কাল উদ্ধার! এবার নিখোঁজ গৃহবধূর কঙ্কাল উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শিল্পশহর দুর্গাপুরে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইস্পাতপল্লী এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম মহিলার নাম সরস্বতী যাদব (৪৮)। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের নাগাঅর্জুন এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সরস্বতীদেবী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তাঁর বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা চলছিল। প্রায় ২২ দিন আগে পারিবারিক বচসার কারনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। পরিবারের লোকজন তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ায় পুলিশে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন সকালে ইস্পাতপল্লী সংলগ্ন জঙ্গলে কিছু মহিলা শুকনো কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল। তখনই তাদের নজরে পড়ে নর কঙ্কাল। ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মাথার খুলি হাড়। অনুমান প্রায় ২০-২২ দিনের আগের মৃতদেহ পড়েছিল। তড়িঘড়ি তাঁরা এলাকাবাসী ও পুলিশে খবর দেয়। মৃতার দিদি পরমিলা যাদব বলেন, আমার সঙ্গে ওঁর একটু বচসা হয়েছিল। তার পরেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। আমরা বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। পুলিশে জানিয়েছি। ও যে আত্মহত্যা করে নেবে ভাবতে পারিনি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। এবং ঘটনাস্থলে ওই মহিলার পরনের শাড়ি ও চটি উদ্ধার করে। মৃতার গলায় দড়ির ফাঁস উদ্ধার করেছে।

সাফল্য আসেনা

● **প্রথম পাতার পর**

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহাও। সব মিলিয়ে তিনি চাইছেন ত্রিপুরা দেশের অন্য রাজ্যের চেয়ে ব্যতিক্রমী হবে।সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরায় যেভাবে নেশার বারবাড়ন্ত তাকে কিভাবে মোকাবেলা করবেন সরকার ?

এখন এই বিষয় নিয়েই জনমনেও প্রতিনিয়ত চর্চা হচ্ছে। শুধু পুলিশ প্রশাসন দিয়েই এই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার কাজ সম্ভব নয় একথা সরকার প্রধান বুঝতে পেরেছেন। তিনি এও বুঝে গেছেন পুলিশের কর্তার বদল করলেই নেশা কারবারির জাল গোটানো সম্ভব না এবং নেশার কবল থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবু কেন বদল করা হচ্ছে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে আরম্ভ করে মাঝারি এবং নিচুস্তরের কর্মীদের ? এই প্রশ্ন কিন্তু জনমনে উঠছে।। তবে এটাও ঠিক মুখ্যমন্ত্রীর তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন করে আরক্ষা প্রশাসনকে সাজানো অতি আবশ্যক। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বারবার বদল হলেও পুলিশের নৈতিক চরিত্র কে বদল করা সম্ভব নয়।

বরং তার ওপর প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখা প্রয়োজন। হাতের বাধন ছেড়ে দিলে তারাও যে ঘুড়ির মতন নাটাই থেকে আলাদা হয়ে যাবে। কারণ তারা সুযোগ সন্ধানী। তাই তাদের কাজে সরকারকে আরো রক্ষণশীল হতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার জন্য অভিভাবক ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং এলাকাবাসীকেও পরোক্ষভাবে পুলিশের কাজে নজরদারর পাশাপাশি সহযোগিতা করাও দরকার। কারণ সরকারের একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য প্রতিটি পার্কে শহরের অলিগলিতে এবং খোলা মাঠে দখল করে নিয়েছি নেশাশক্তরা। নেশায় বুদ হচ্ছে যুবসমাজ। তাকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে গেলে প্রতিটি মানুষকে একসঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক রঙ চড়ালে চলবে না। সুস্থ সুন্দর এবং নেশা মুক্ত ত্রিপুরা বানাতে গেলে এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করছেন বিদগ্ধজনেরা। তাদের অভিমত এই কাজের জন্য সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও আহ্বান রাখা উচিত। আসুন রাজনৈতিক ঘোলস থেকে বেরিয়ে আমরা এই কাজে সবাই একসঙ্গে ব্রতি হই। যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে রাজ্যবাসী রক্তদানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ঠিক সেই ভাবে যুবসমাজকে এই নেশার রাহু গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে একইভাবে প্রয়াস নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী কেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই কাজের জন্য এলাকাভিত্তিক একটি নেশা অভিযান টিম গঠন করতে হবে।যার সঙ্গে যুক্ত থাকবে ক্লাব। তাদের দায়িত্ব থাকবে প্রতিনিয়ত সন্ধ্যায় এলাকার অলিগলি পার্কে এমন কি খোলা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় টহলদারি চালানো। পেছনে পুলিশের নজরও রাখতে হবে। কারণ সময় মতন খবর পেলে পুলিশ যেন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঠিক একইভাবে পুলিশের ও টহল বাড়াতে হবে পার্ক এবং নির্জন এলাকাগুলোতে। শহরের পার্কগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ রাখতে হবে। বেশি রাত পর্যন্ত পার্কে চলাচলের ওপর হ্রাস টানতে হবে। কারণ পার্ক গুলি এখন শুধু মাত্র নেশা শক্তদের দাপটেই নয় অশালীন কাজকর্ম হয় এমন অভিযোগ উঠছে। এ বিষয়ে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। একইসঙ্গে গভীর রাতে পর্যন্ত গাড়ি বাইক এর দাপাদাপি কমাতে হলে পুলিশ আরো বেশি কঠোর হতে হবে। কারণ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ধনী ঘরের দুলালদের আধিপত্য বেড়ে যায়। তাতে পুলিশের স্বচ্ছতা নিয়ে অভিযোগ থেকেই যাচ্ছে।কারণ পুলিশ এত নেশা আটক করলেও তার কিনারা করতে পারছে না কেন? কি পরিমাণ নেশা বাজেয়াপ্ত হয়েছে কতজন নেশা কারবারি আটক হযেছে এইসব বিষয়ে সঠিক তথ্য সরকারের কাছে পৌঁছাচ্ছে না বলে অভিযোগ। 'সর্ষের মধ্যে ভুত' সরকারকে এ বিষয়ে কঠোরভাবে নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। তা না হলে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার কথা শুধু মুখে মুখেই থাকবে কার্যক্ষেত্রে তার সাফল্য পাওয়া কঠি। বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে ১৬ তম কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক পুরুস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। শুক্রবার ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে ১৬ তম কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক পুরুস্কার বিতরণ করা হয়। রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা পুরুস্কার প্রাপকদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন ত্রিপুরা রাজ্য ছোট হলেও কোন অংশে পিছিয়ে নেই। রাজ্যে বহু প্রতিভা রয়েছে। রাজ্যের বহু প্রতিভাবান দেশের মধ্যে ত্রিপুরার নাম উজ্জল করেছে।

বুদ্ধ জয়ন্তী

● **প্রথম পাতার পর**

শুক্রবার যথাযথ ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। ঊনকোটি জেলার অন্তর্গত পেচারতল বাজারে উদয়ন বৌদ্ধবিহারে পালিত হল বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা। বৌদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে এলাকার সমস্ত স্তরের ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল থেকেই উদয়ন বুদ্ধ বিহারে ধর্মপ্রাণ মানুষের আনাগোনা পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধবিহারে সকাল থেকেই শুরু হয় পূজার্চনা ও প্রার্থনা সভা। বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ ভাব গম্ভীর পরিবেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শামিল হন। এ উপলক্ষে উদয়ন বুদ্ধ বিহারকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রতি বছরই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে উদয়ন বুদ্ধ বিহারে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

াঙ্গন

রাজ্যজুড়ে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিতে সাধারণ সভায় টিএফএ-র সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। সারা রাজ্যে ফুটবলকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেশ কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ টি এফ এ-র বার্ষিক সাধারণ সভায়। আজ, শুক্রবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস গৃহে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার পেট্রন, সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সদস্য, সদস্যা, ক্লাবের প্রতিনিধি, আজীবন সদস্য ও জেলা কমিটির সদস্য নিয়ে ৯৩ জন উপস্থিত ছিলেন। ফুটবলের মানোন্নয়ন এবং ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। ২০২২-২৩ সালের সংস্থার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ পেশ করা হলে তাও গৃহীত হয়। এদিকে, সি-ডিভিশন ফুটবলে এবং মহিলা ফুটবলে নতুন করে কোন ক্লাব কিংবা কোন সংস্থাকে এসোসিয়েশনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় কিনা সেটা নিয়েও দীর্ঘক্ষণ আলোচনাক্রমে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সি-ডিভিশনে অন্ততপক্ষে তিনটি নতুন ক্লাব দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইকফাই ইউনিভার্সিটি-র একটি দল, জম্পুইজলা প্লে সেন্টার, বিলোনিয়ার একটি ক্লাব দল। একইভাবে মহিলা ফুটবলেও নতুন তিনটি দলকে সংযুক্ত করা হবে। ইকফাই ইউনিভার্সিটির একটি দল, এগিয়ে চল সংঘের একটি দল, কৈলাশহরের একটি ক্লাব দল। এক্ষেত্রেও মোট ১০ টি দল হবে। গতবারে খেলেছে এমন পাঁচটি দলের সঙ্গে, যে দুটি দল খেলেনি ত্রিপুরা পুলিশ টিম এবং গান্ধী প্লে সেন্টার এবার খেলবে। মোট ১০ টি দল করার ইচ্ছে। এছাড়া, ছোটদের যেমন অনূর্ধ ৮, অনূর্ধ ১১, অনূর্ধ ১৩, অনূর্ধ ১৫, অনূর্ধ ১৭ প্রতিযোগিতাগুলো আগামী জুলাই, আগস্টের মধ্যে আয়োজন করা হবে। দুটি গ্রুপে ভাগ করে সব কটি জেলায় খেলা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। চলতি মে মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি রূপরেখা তৈরি হয়ে যাবে। এগিয়ে চলো সংঘ এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব বিষয়টি বিচারাধীন হলেও ইতোমধ্যে শুনানি পর্ব শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন রায় জানানোর পালা। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে আজ ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ম্যারাথন বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে কর্মকর্তারা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বলা যায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সন্তোষ লীগে হার্ভে-ওপিসি পোলস্টার-চলমান ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। জয়ের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে আজ মাঠে নামবে পোলস্টার এবং চলমান সঙ্ঘ। দুদলই আজ মুখোমুখি হবে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পোলস্টার ১২৩ রানে মৌচাককে এবং চলমান সঙ্ঘ ৬ উইকেটে হার্ভে ক্লাবকে পরাজিত করেছিলো। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে পোলস্টার। তবে বিনা লড়াইয়ে একত ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ তপন দেবের চলমান সঙ্ঘ। দুদলই শুক্রবার নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নেয়। এদিকে দিনের অপর ম্যাচে হার্ভে ক্লাব খেলবে ও পি সি-র বিরুদ্ধে। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। হার্ভে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই পরাজিত হলেও ও পি সি নিজেদের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েছিলো।

ব্রাইটনের শেষ মুহূর্তের আঘাতে কুপোকাত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

লন্ডন, ৫ মে (হি.স.): ব্রাইটনের শেষ মুহূর্তের আঘাতে কুপোকাত ইউনাইটেড। ম্যাচের শুরু থেকেই ব্রাইটনের বক্সে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আক্রমণের ঢেউ। এই দ্বৈরথ চলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তবে মাঝেমধ্যে আক্রমণে গেছে ব্রাইটন। গোলের সুযোগ এসেছিল ইউনাইটেড এর কাছে। কিন্তু কিছুতেই গোলের মুখ খুলল না। তবে ব্রাইটনও পেয়েছিল কয়েকটা সুযোগ।

নির্ধারিত সময় ম্যাচ অমীমাংসিত। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ে এল নাটকীয় মোড়, বাজল পেনাল্টির বাঁশি। আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের সফল স্পট কিকে দুর্দান্ত জয় পেল ব্রাইটন। বৃহস্পতিবার রাতে নিজেদের মাঠে ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে লিগ টেবিলেও এগিয়ে গেল ব্রাইটন। এক লাফে দুই ধাপ এগিয়ে তারা উঠে এল ষষ্ঠ স্থানে। এই হারে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে ওঠার সুযোগ হারাল ইউনাইটেড; ৩৩ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে তারা।

আজ যে সব মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে হার্দিক-বাটলাররা

জয়পুর, ৫ মে (হি.স.): আজ জয়পুরে ঘরের মাঠে নামছে সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান। তারা মুখোমুখি হচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্সের। এই ম্যাচে দু''দলের কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন যাদের সামনে রয়েছে কয়েকটি রেকর্ডের হাতছানি। জেনে নিন সেইগুলি। জস বাটলার: আইপিএলে ১৫০টি ছক্কার মাইলস্টোন থেকে ৫টি ছয় দূরে রয়েছেন রাজস্থান তারকা ওপেনার জস বাটলার। যুজবেন্দ্র চাহাল: আইপিএলে এখনো সর্বাধিক উইকেটশিকারী বোলার ডোয়েন ব্র্যাভো। তাকে পিছনে ফেলতে হলে রাজস্থান রয়্যালসের তারকা ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালকে নিতে হবে আরো ৬টি উইকেট। যশস্বী জয়সওয়াল: আইপিএলে এক হাজার রানের মাইলস্টোন পূর্ণ করতে হলে যশস্বী জয়সওয়ালকে করতে হবে আর মাত্র ২৫ রান। হার্দিক পান্ডিয়া : গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে টি-২০ ক্রিকেটে ১৫০ উইকেট নিতে হলে দরকার আর ৩টি উইকেট। বিজয় শঙ্কর: আইপিএলে আর ৬৪ রান করতে হবে। তাহলে বিজয় ১০০০ রান পূর্ণ করবেন। সঞ্জু স্যামসন : আইপিএলে ৩০০টি চারের রেকর্ড থেকে ছ'টি চার দূরে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

শান্তিরবাজারে স্কুল ক্রিকেট : রমেনের হাত ধরে জয়ী উত্তর তাউখোমা

উত্তর তাউখোমা-১২১ ব্রিন্তক প্রতিষ্ঠান-৮৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। বল হাতে বিধ্বংসী রমেন দেববর্মা। রমেনের হাত ধরেই ব্রিন্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধা টপকালো উত্তর তাউখোমা স্কুল। শান্তির বাজার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত স্কুল ক্রিকেটে। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে শুক্রবার উত্তর তাউখোমা স্কুল ৩৩ রানে পরাজিত করে ব্রিন্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে।

প্রথমে ব্যাট করে উত্তর তাউখোমা স্কুলের গড়া ১২১ রানের জবাবে ব্রিন্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রমেন দেববর্মা ৫ উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে রাকেশ বিশ্বাসের দুরন্ত বোলিংযের সামনে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় উত্তর তাউখোমা স্কুল। দল ২২.২ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রমেন দেববর্মা ৩১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪,শিবা নোয়াতিয়া ১৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭,পরিক্ষিত দেববর্মা ১১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪,সমীর নোয়াতিয়া ২১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং লাল সিং দেববর্মা ১৩ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ২৯ রান। ব্রিন্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রাকেশ বিশ্বাস (৫/৩৯), সৌম্যদ্বীপ মজুমদার (৩/৪৫) এবং সৌরভ বসু (২/২৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে রমেন দেববর্মা-র বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে ব্রিন্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্র ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ২৮ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে রিয়াজ মগ ৪৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, পিয়ুষ দত্ত ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং সৌম্যদ্বীপ মজুমদার ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে রুখে দাড়াতে পারেনি। উত্তর তাউখোমা স্কুলের পক্ষে রমেন দেববর্মা (৫/২৮) এবং আনন্দ সাধন নোয়াতিয়া (২/১২) সফল বোলার।

অমরপুরে ক্রিকেট, দুরন্ত রণজিৎ বয়া-খাকে হারিয়ে জয়ী বামপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। অনবদ্য রণজিৎ ঘোষ। দাপট দেখালেন বল এবং ব্যাট হাতে। রণজিতের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় পেলো বামপুর প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো বয়াখা বাকসা ক্লাবকে। বামপুর প্লে সেন্টারের এটি চতুর্থ ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় যায়।

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে।রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বয়া খা বাকসা দল প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৭৬ রান করার পর বামপুর প্লে সেন্টার ৬ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে রণজিৎ ঘোষ প্রথমে বল হাতে ৫ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৭৯ রান করে দলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় রণজিৎ-কে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বয়াখা বাকসা দল ৩৬.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান করে।

দলের পক্ষে মনোজ দাশগুপ্ত ৩৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, দীনেশ কুমার জমাতিয়া ৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪,টাম্বো জমাতিয়া ৫০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং সুরজিৎ জমাতিয়া ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। বামপুর প্লে সেন্টারের পক্ষে রণজিৎ ঘোষ (৫/১৪) এবং অনিষ দাস (২/২৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ৪০.২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বামপুর প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে রণজিৎ ঘোষ ১১৯ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে দেবজিৎ পাল ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, ঝুটন দাস ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২বং দীপেন দেবনাথ ৩৬ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। বয়াখা বাকসা দলের পক্ষে নিউটন জমাতিয়া (৩/৪১) এবং সুরজিৎ জমাতিয়া (২/৪০) সফল বোলার।

খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের সূচনা করলেন অনুরাগ ঠাকুর, অনুষ্ঠিত হবে ২৩ মে থেকে

লখনউ, ৫ মে (হি.স.) : কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর উত্তর প্রদেশের লখনউতে খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের লোগো, জার্সি, মাসকট এবং গান লঞ্চ করেছেন।

তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস ২৩ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, এই গেমসে সারা দেশের ২০০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন বলেছেন, একটা সময় উত্তর প্রদেশ দাঙ্গার জন্য পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন রাজ্য পরিচিত হবে """"দঙ্গল""""-এর জন্য, যা এখানে কুস্তিগীররা করবেন। আমাদের পদকপ্রাপ্তরা রাইফেল শ্যুটিংয়ে পদক জিতবেন।

এই অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এক দশক আগেও মানুষ খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিদদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পেত না।

মানুষজন ধরে নিয়েছিলেন খেলাধুলা একটি অপ্রয়োজনীয় কার্যকলাপ এবং সময় অপচয়। কিন্তু এখন মানুষের চিন্তাধারা বদলে গিয়েছে।

মানুষ এখন তাদের সন্তানদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

ক্রীড়া কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শুধু ফিট থাকতে পারে না, আমাদের দেশকেও শক্তিশালী করতে পারেন। খেলো ইন্ডিয়া এবং ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন একই সিরিজের অংশ।

গুজরাটকে হারালেই পিঙ্ক আর্মির সামনে থাকছে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে আসার সুযোগ

কলকাতা, ৫ মে (হি.স.): এবারের আইপিএল জমজমাটি। কে কখন জিতবে আর হারবে কেউ বলতে পারেন না। বলা যেতে পারে, এবারের আইপিএল
রোমাঞ্চে ভরা।

দেখতে দেখতে এ বারের আইপিএলে ৪৭টি ম্যাচ হয়ে গেল। এই অবস্থায় ক্রিকেট প্রেমীদের নজর পয়েন্ট টেবিলের দিকে। এই প্রতিবেদন থেকে এক ঝলকে জেনে নিন পয়েন্ট টেবলে কোন দল কত নম্বরে রয়েছে।

১)গত ম্যাচে দুর্বল দিল্লির কাছে হেরেও পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স। এখন পর্যন্ত ৯টি ম্যাচে খেলে ৬টি জয়, ৩টি হার হার্দিকদের। টাইটান্সদের নেট রান রেট ০.৫৩২। ১২ পয়েন্ট।

২)লোকেশ রাহুলের লখনউ সুপার জায়ান্টস রয়েছে ২ নম্বরে। এখনও পর্যন্ত ১০টি ম্যাচে খেলে ৫টিতে জয় ও ৪টিতে হার ও ১ ম্যাচ বৃষ্টির জন্য অমীমাংসিত ।লখনউয়ের নেট রান রেট ০.৬৩৯। পয়েন্ট ১১।

৩)মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস লিগ টেবিলে অবস্থান করছে ৩ নম্বরে। এখন পর্যন্ত চেন্নাই ১০টি ম্যাচে খেলেছে। ৫টি জয় ও ৪টি হার ও ১টি ম্যাচ অমীমাংসিত। পয়েন্ট ১১। নেট রান রেট ০.৩২৯।

৪) আজ পিঙ্ক আর্মি সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচ রয়েছে। আজ জিতলেই শীর্ষস্থানে উঠে আসার সুযোগ থাকছে। এখন ৪ নম্বরে রয়েছে তারা এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৯টি ম্যাচে খেলে ৫টিতে জয় ও ৪টি হারেছে তারা। রাজস্থানের নেট রান রেট ০.৮০০। পয়েন্ট ১০।

৫)লিগ টেবলের ৫ নম্বরে রয়েছে ফাফ ডু'প্লেসির আরসিবি। এখন পর্যন্ত ৯টি ম্যাচে খেলে ৫টি জয় ও ৪টিতে হেরেছেন বিরাট কোহলিরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের নেট রান রেট -০.০৩০। মোট পয়েন্ট ১০।

৬)পয়েন্ট টেবলের ৬ নম্বরে রয়েছে রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ৯টি ম্যাচে খেলে ৫টি জয় ও ৪টি হার মুম্বইয়ের। নেট রান রেট -০.৩৭৩। পয়েন্ট ১০।

৭)শিখর ধাওয়ানের পঞ্জাব কিংস রয়েছে ৭ নম্বরে। পঞ্জাব এখন পর্যন্ত ১০টি ম্যাচে খেলেছে। তার মধ্যে ৫টিতে জতেছে আর হেরেছে ৫টিতে। প্রীতির পঞ্জাবেরও পয়েন্ট ১০। নেট রান রেট -০.৪৭২।

৮. নীতীশ রানার কলকাতা নাইট রাইডার্স রয়েছে ৮ নম্বরে।গ্রুপ পর্বে এখন পর্যন্ত ১০টি ম্যাচে খেলে ৪টি জয় ও ৬টি হার কেকেআরের। নাইটদের নেট রান রেট -০.১০৩। পয়েন্ট ৮।

৯. লিগ টেবলে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে এইডেন মার্করামের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এখন পর্যন্ত তারা ৯টি ম্যাচ খেলেছে। ৩টি জয় ও ৬টি হার। পয়েন্ট ৬। নেট রান রেট -০.৫৪০।

১০.লিগ টেবলের সবচেয়ে নীচে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ডেভিড ওয়ার্নারের দল এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচে খেলেছে। ৩টি জয় ও ৬টি হারের পর ডেভিড ওয়ার্নারের দিল্লির নেট রান রেট -০.৭৬৮। পয়েন্ট ৬।

বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যই ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যই ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম, সম্পদায় ও নানা ভাষাভাষীর মানুষ রয়েছেন। তা সত্বেও আমরা সবাই এক ও অভিন্ন। আজ আগরতলার বেনুবন বুদ্ধ বিহারে বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে নানা ধর্মের লোক থাকা সত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন রয়েছে। আমাদের প্রক'ত পরিচয় হচ্ছে আমরা মানুষ। ভগবান বুদ্ধ আমাদের মানুষকে ভালোবাসতে এবং শান্তি ও সম্পীতি বজায় রাখতে শিখিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অহিংসা এবং ভ্রাত'ত্ব বন্ধনের মাধ্যমে মানুষকে এক করার প্রয়াস করে গেছেন। বুদ্ধের এই নীতিগুলিকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবান বুদ্ধের দেখানো পথেই প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াসের মন্ত্র গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এধরণের উৎসব বিভিন্ন সম্পদায়ের মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। আত্মা, মন ও শরীর এক সাথে সঠিকভাবে গড়ে উঠলেই মানুষের প্রক'ত বিকাশ ঘটে। তখন মানুষ অন্যদের কল্যাণেও এগিয়ে আসতে পারে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগরতলার বেনুবন বিহারের স্কুল ও সেন্টারটির উন্নয়নে সরকার সদর্থক ভূমিকা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যদেও পোদ্দার, বিবেকনগরস্থিত রামক'ষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভাকারানন্দ মহারাজ, আমেরিকার আটলান্টার মহাবোধি ওভারসিজ সেন্টারের ডিরেক্টর নিয়ানি রাখিতা, আগরতলার বেনুবন বুদ্ধ বিহারের অ্যাক্টিং ইনকামবেন্ট খেমাছড়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক তুষার কান্তি চাকমা। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বেনুবন বুদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে নাগেশ্বর গাছের চারা রোপণ করেন।

৬.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প জাপানে

টোকিও, ৫ মে (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের মধ্য ইশিকাওয়া অঞ্চল। শুক্রবার দুপুর ২.৪২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে বুলেট ট্রেন পরিষেবা স্থগিত করা হয়।জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার জাপানের সেন্ট্রাল ইশিকাওয়া অঞ্চলে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি। আবহাওয়া সংস্থা বলছে। দুপুর ২.৪২ মিনিটে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র।

ধানোপ শক্তিপীঠ পরিদর্শন করলেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল

ভিলওয়ারা, ৫ মে (হি.স.) : কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট আজ শুক্রবার রাজস্থানের ভিলওয়ারা জেলার শাহপুরা পঞ্চায়েত সমিতির ধানোপে ধানোপ শক্তিপীঠে পৌঁছেছেন। তিনি প্রার্থনা করে দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন। এখানে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান ধানোপ পীঠের সভাপতি সত্যেন্দ্র সিং রানাওয়াত এবং তাঁকে ধনোপ মাতেশ্বরীর একটি ছবি উপহার দেন।এর পরে রাজ্যপাল গেহলট তাঁর ওএসডি শঙ্করলাল গুর্জারের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওরিয়া গ্রামে পৌঁছেছিলেন। ওএসডি গুর্জার পরিবারের সাথে দেখা করে অভিনন্দন জানান।

মধুপুর বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই ১০টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ মে।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দশটি দোকান। প্রাথমিক ধারণা, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। শুক্রবার ভোরে বিশালগড় মহকুমায় মধুপুর বাজারে ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে দমকলবাহিনীর ৩টি ইঞ্জিন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগস্থ ব্যবসায়ী। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার।জনৈক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটে নাগাদ স্থানীয় মানুষ বাজারে আগুন লাগার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছে খবর পাঠান তাঁরা। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল বিশালগড় দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু আগুন এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই, বাধারঘাট ও বিশ্রামগঞ্জ থেকে দুটি ইঞ্জিন গিয়ে দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বাজারের দশটি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাজারের ৮টি স্থায়ী দোকান সহ দুইজন ডাক্তারের চেম্বার ভস্মীভূত হয়ে গেছে। প্রাথমিক ধারণা, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগস্থ ব্যবসায়ী। এদিকে, অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে ছুটে গেছেন বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার। তিনি এদিন পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, মধুপুর থানার পুলিশ রাতে টহলদারিতে থাকলে আগুন এতটা বিস্তার লাভ করত না।

এনসিপি সভাপতি পদে ইস্তফার ইচ্ছে প্রত্যাহার শরদ পাওয়ারের

মুম্বই, ৫ মে (হি.স.) : এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার তাঁর ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে ফিরিয়ে নিলেন। শুক্রবার বিকেলে পাওয়ার বলেন, দলের ভাবাবেগ এবং ভালোবাসার কথা মাথায় রেখে আমি পদত্যাগ করছি না। সভাপতি পদে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলাম। এদিনই সকালে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেন, পাওয়ারের ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছেকে দল মানবে না। তিনি সভাপতি পদে থাকবেন। গত মঙ্গলবার তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের অনুষ্ঠানে আচমকাই পাওয়ার ঘোষণা করেন, তিনি এনসিপি সভাপতি পদে ইস্তফা দেবেন। ওই পদে আর তিনি থাকতে চান না।

এদিন দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসেন। বৈঠকের পর এনসিপির-সহ সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল বলেন, শরদ পাওয়ার দলের সভাপতি পদে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর ওই ইচ্ছেকে প্রত্যাখ্যান করছি। আজকের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, আমরা তাঁকে সভাপতি হিসেবে কাজ করে যেতে অনুরোধ করছি। প্রফুল্লর এই কথার পরেই বিকেলে মারাঠা স্ট্রংম্যান শরদ পাওয়ার তাঁর ইস্তফার ইচ্ছে প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন। এর ফলে গত চারদিন ধরে মহারাষ্ট্রে চলা এনসিপির নাটকের অবসান হল।

সার্বিয়ায় গুলিতে ৮ জন নিহতের ঘটনায় এক সন্দেহভাজন গ্রেফতার

বেলগ্রেড, ৫ মে (হি.স.) : পরপর দু'দিন বন্দুকবাজের হামলায় বিপর্যস্ত সার্বিয়া। বৃহস্পতিবার রাজধানী বেলগ্রেডের কাছে একটি শহরে হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই আটজনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর জখম হয়েছেন ১০ জন। প্রসঙ্গত, বুধবারেই সার্বিয়ার একটি প্রাথমিক স্কুলে হামলা চালায় এক সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া।বেলগ্রেডের ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি গ্রামের কাছে চলন্ত একটি গাড়ি থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি ছোড়ে এক বন্দুকধারী।দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, সন্দেহভাজন, যিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছিলেন, অনেক খোঁজার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এর আগে বুধবার বেলগ্রেডে একটি স্কুলে এক কিশোর বন্দুক দিয়ে গুলি করে নয়জনকে হত্যা করে।

শুক্রবার সকালে সার্বিয়ান গণমাধ্যম বলেছে যে, স্লাদেনোভাক ও দুবোনা গ্রামে যেখানে গুলির ঘটনা ঘটেছে, সেখানে পুলিশের বিশেষ ফোর্স কাজ করছে।ঘটনাস্থলের এক ছবিতে দেখা যায়, পুলিশ কর্মকর্তারা তল্লাশি চৌকিতে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন বন্দুকধারীকে ধরতে। দুবোনার আশপাশে একটি হেলিকপ্টার, ড্রোন ও পুলিশের টহল রাখা হয়েছিল।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ২০ বছর বয়সী এক তরুণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুবোনা পার্কে পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তর্কের পর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালাতে থাকেন।

পশ্চিম জেলায় পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্সের টহল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজধানীর আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি বিশেষ টহল ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অপরাধ প্রবণতা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ টাক্স ফোর্স গঠন করেছেন। অপরাধ প্রবণতা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার লক্ষ্যেই এ ধরনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেশার দৌলতেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। বেড়ে চলেছে চুরি ছিনতাই এর ঘটনাও। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পুলিশের অপরাধ দমন শাখা কে নিয়ে একটি বিশেষ টাক্স ফোর্স গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই টাক্স ফোর্স আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় অপরাধ প্রবণতা রোধ করতে ময়দানে নেমেছে। পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স বাহিনী আগরতলা শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে টহল দিতে শুরু করেছে। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন নেশার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদর করতেই এ ধরনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ধর্মনগরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের নামে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। বিয়ে বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের নামে নোংরা জল প্রদান। ঘটনা ধর্মনগরে। ক্ষোভ জনমনে।ধর্মনগর শহরের অনেকেই যেন এই একুয়া প্ল্যান্ট ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বিশুদ্ধ পরিশোধিত পানীয় জলের নামে সকলেই এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই একুয়া প্ল্যান্ট গুলো তাদের মর্জি মাফিক সরকারি নিয়মকানুন, নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ব্যবসা করছে বলে অভিযোগ একাংশ ভোক্তার। জানা গেছে, এই একুয়া প্ল্যান্ট গুলোর নেই কোন সরকারি নজরদারি , কতটা বৈধ কাগজপত্র রয়েছে তা নিয়েও গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। আরো জানা যায় ,এই একুয়া প্ল্যান্ট গুলো সম্ভবত স্বাস্থ্য দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসন নজরদারি করে থাকে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে অভিযোগ উঠছে যে এই প্ল্যান্ট গুলো বিশুদ্ধ পানীয় জলের নামে নোংরা জলের ব্যবসা করে চলছে। বিশুদ্ধতার নাম ভাঙ্গিয়ে নোংরা জল ড্রামে ভর্তি করে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করছে। ধর্মনগর ইচাই কাশিমনগরে একটি বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ৩৫ টি জলের বোতল। একাধিক জলের বোতলে দেখা যায় ভিতরে রয়েছে কালো গোড়া। এ নিয়ে ভোক্তাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই অভিযোগ ধর্মনগর জয়রাম ফুড প্রোডাক্টের মালিক এর বিরুদ্ধে। ভোক্তাদের অভিযোগ এই জয়রাম ফুড প্রোডাক্ট থেকে আরো একাধিকবার এরকম বিশুদ্ধ পানীয় জলের নামে নোংরা অপরিশোধিত জল সরবরাহ করেছে। তবে প্রশাসনের নজরদারি নেই। মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে এর দায়ভার কে নেবে, প্রশ্ন জনমনে। শুধু ধর্মনগর এই নয় এ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জলের নামে এ ধরনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতারকরা। প্রশাসনের নজরদারের অভাবেই এ ধরনের কাজকর্ম চালিয়ে যাতে সক্ষম হচ্ছে তারা।। অবিলম্বে এ ধরনের বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

আইপিএফটির এমসিসির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। বিজেপির জোট শরিক আই.পি.এফ.টি-র এমসিসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজধানীর দশরথ দেব ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এই কনফারেন্স। কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি-র রাজ্য সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং, মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এইদিনের কনফারেন্সে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কনফারেন্স চলাকালিন সময় আইপিএফটি-র সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং জানান সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের সময় আইপিএফটি-র কিছু এমসিসি মেম্বার দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগদান করেছে। তাই এইদিন শূন্য পদ গুলি পূরণ করা হয়েছে। একই সাথে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের আগামিদিনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

হেলাংয়ে খুলে দেওয়া হল বদ্রীনাথ হাইওয়ে

জোশীমঠ, ৫ মে (হি.স.) : শুক্রবার বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে পাথরের অবরুদ্ধ রাস্তাটি আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। এর পর থেকে ফের শুরু হয়েছে বদ্রীনাথধামে যাত্রা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের জোশিমঠের ১৩ কিলোমিটার আগে হেলাং-এ একটি পাথর পড়েছিল বলে জানানো হয়েছিল। এ কারণে সড়ক অবরোধ করা হয়। পাহাড় থেকে ক্রমাগত পাথর ও বোল্ডার আসার কারণে রাস্তাটি খুলতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। রাতভর অবরুদ্ধ রাস্তা উভয় দিকের পাথর সরানোর কাজ চলে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সড়কটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সকালে রাস্তাটি খুলে দেওয়ায় শত শত আটকে পড়া যাত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ আটক চার

শিলিগুড়ি, ৫ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাতে ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ চার পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতরা উত্তরা বিশ্বাস (৩৮), সঞ্জয় বিশ্বাস (৪২), বিক্রম বাগচি (২৩) এবং অরুণ মন্ডল (৩২)। অভিযুক্তদের মধ্যে উত্তরা ও সঞ্জয় শিলিগুড়ির সমর নগরের বাসিন্দা, আর অরুণ ও বিক্রম ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা।

শুক্রবার এসওজি সূত্রে জানা গিয়েছে, চারজনই মুর্শিদাবাদ থেকে চার চাকার গাড়িতে মাদক নিয়ে বাগডোগরা পৌঁছেছিল এবং সেখান থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল। এদিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগডোগরা থানার পুলিশের সহায়তায় ভুট্টাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তার গাড়িটি আটক করা হয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে তা থেকে ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এরপর চারজনকেই এনডিপিএস আইনে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

আনন্দ মূর্তিজীর জন্মদিবস উপলক্ষে আগরতলায় র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। প্রাউড দর্শণের অন্যতম রূপকার আনন্দ মূর্তিজির ১০৩ তম জন্ম দিবস আজ সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলা কলেজ জেলায় আমরা বাঙালি কার্যালয়ে। এদিন ভোরে শোভা যাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আনন্দমার্গ স্কুলের খুদে ছাত্র-ছাত্রীর সহ অসংখ্য মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি কলেজ টিলা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। আনন্দ মূর্তিটির জন্ম দিবস উপলক্ষে এদিন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপলক্ষে নারায়ণ সেবাও অনুষ্ঠিত হয়। শুধু আগরতলাতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মূর্তিজির ১০৩ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আহত বিদ্যুৎকর্মীর খবর নিতে জিবিপি হাসপাতালে গেলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। উদয়পুরে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত হেল্পার সুখেন দাসের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার। আহত বিদ্যুৎকর্মীকে বহিঃরাজ্যে রেফার ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাও দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ আহত বিদ্যুৎকর্মীকে দেখতে আজ সকালেই বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ও বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা দেবাশীষ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে যান। সেখানে বিদ্যুৎমন্ত্রী চিকিৎসকদের সঙ্গে আহত বিদ্যুৎকর্মীর শরীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। চিকিৎসকরা জানান, আহত সুখেন দাসকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। আজ দুপুরে আহত বিদ্যুৎকর্মীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল রাতে সুখেন দাসকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জিবিপি হাসপাতালে তার চিকিৎসার জন্য বিদ্যুৎ নিগম ৯০ হাজার টাকা তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। তাছাড়াও আজ বিমানে কলকাতায় যাওয়ার সময় আরও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কলকাতার হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে আগামীকাল প্রয়োজনে আরও এক লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে বিদুৎ নিগম। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ বিদ্যুৎকর্মীর চিকিৎসার ব্যাপারে রেফার হওয়া হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সরকার আহত বিদ্যুৎকর্মীর পাশে থাকবে। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য টাকার কোন অভাব হবে না। আহতকর্মীর পরিবারের লোকজনদের কলকাতায় অবস্থানের জন্য ত্রিপুরা ভবনের রেসিডেন্ট কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। প্রয়োজনে বিদ্যুৎমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবেও এই পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন বলেও আহতকর্মীর পরিবারকে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আহত বিদ্যুৎকর্মী সুখেন দাসের বাড়ি উদয়পুরের রাজনগর এলাকায়। অসম্ভব গরমের মাঝে ভোক্তাদের দ্রত বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার জন্য লাইন সারাই করতে গিয়েই গতকাল তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ আহত সুখেন দাসের দ্রত আরোগ্য কামনা করেছেন। একই সঙ্গে আসন্ন বর্ষা মরশুমে বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বিদ্যুৎনিগমের আধিকারিক এবং কর্মীদেরকে বিশেষভাবে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।